তৃতীয় অধ্যায়

পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মার ভূমিকা

(The Role of the Holy Spirit in the process of Salvation)

এর আগে আমরা শিখেছি যে, আমাদের পাপের জন্য যীশু খ্রীস্ট যে প্রায়শ্চিত্ত কাজ সাধন করেছেন, তার শুভফল পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে এবং জীবনে প্রয়োগ ঘটে থাকে। তাই, এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মার ভূমিকা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করব।

ওয়েস্টমিনস্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তির ৯.৩ ধারায় বলা হয়েছে, **"বিশ্বাসীর জীবনে পরিত্রাণের প্রয়োগে পবিত্র আত্মা একমাত্র কার্যকারী ব্যক্তি।"** পৌলের শিক্ষানুসারে, আমরা আমাদের ধার্মিকতার কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার নতুনীকরণের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়ে থাকি (তীত ৩:৫); আবার গালাতীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এই বলে পৌল আশ্বস্ত করেছে যে, আমরা আত্মার বশে জীবন ধারণ করি। এর অর্থ, আমরা কেবল শারীরিক জীবন নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনেরও অধিকারী (গালাতীয় ৫:২৫)। যীশু নিজেই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আত্মাই জীবন দান করে থাকেন (যোহন ৬:৬৩)। যে আত্মা আমাদের হৃদয়ে ও জীবনে পরিত্রাণের প্রয়োগ করে থাকেন, সেই আত্মাই আবার আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মধ্যে বাস করে থাকেন (যোহন ১৪:১৭; রোমীয় ৮:৯; ১করিন্থীয় ৩:১৬; ২তীমথিয় ১:১৪)।

আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মার মূখ্য ভূমিকা হল আমাদেরকে খ্রীস্টের সঙ্গে এক করা *(make us one with Christ)*। ১করিন্থীয় ১২:১৩ পদে, পৌল বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে, ***" আমরা . . . সকলেই এক দেহ হবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হয়েছি এবং সকলেই এক আত্মা থেকে পায়িত হয়েছি।"*** এই পদের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, এখানে ***'এক দেহ'*** বলতে ***'খ্রীস্টের দেহকেই'*** নির্দেশ করা হয়েছে। এর অর্থ, বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ নতুন জীবনকে, তার উৎপত্তি, বাস্তবায়ন ও যোগাযোগকে, পৌল পবিত্র আত্মার কাজ, ক্ষমতা এবং দান বলে বর্ণনা করেছে।

খ্রীস্টের সঙ্গে একীভূত বা সংযুক্ত হওয়াই হল আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয়। আর পবিত্র আত্মাই আমাদেরকে খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকেন। এই কারণে, পবিত্র আত্মাকে ২করিন্থীয় ৩:১৭ পদে **প্রভুর আত্মা,** রোমীয় ৮:৯ ও ১পিতর ১:১১ পদে ***খ্রীস্টের আত্মা,*** ফিলিপীয় ১:১৯ পদে ***যীশু খ্রীস্টের আত্মা,*** কিম্বা গালাতীয় ৪:৬ পদে ***তাঁর (ঈশ্বরের) পুত্রের আত্মা*** বলা হয়েছে। অতএব, যখন কোনও ব্যক্তি খ্রীস্টেতে অংশগ্রহণ করে, তখন সে আত্মাতেও অংশগ্রহণ করে। রোমীয়দের প্রতি পত্রে পৌল এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রোমীয় ৮:৯ পদে বিশ্বাসীদের মাংসের অধীন *(en sarki)* নয়, কিন্তু আত্মার অধীন *(en pneumati)* হিসাবে পৌল বর্ণনা করেছে। এই কথা বলার পর পৌল পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মা এবং খ্রীস্টের আত্মা বলে বর্ণনা করেছে। কিন্তু রোমীয় ৮:১০ পদে, পৌল তাদেরকে এমন বিশ্বাসী বলে বর্ণনা করেছে, যাদের মধ্যে খীস্ট বাস করেন। অতএব, ***খ্রীস্টে থাকা*** এবং ***আত্মাতে থাকা*** দুটি ভিন্ন বিষয় নয়, কিন্তু একই বিষয়। অর্থাৎ, আত্মাই বিশ্বাসীদেরকে খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকেন।

এই কারণে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার সমস্ত মুখ্য বিষয়ের সাধক হিসাবে পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ***নতুন জন্মকে*** পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যোহন ৩:৫ পদে যীশু নীকদীমকে বলেছেন, ***"সত্য, সত্য আমি তোমাকে বলছি, যদি কেউ জল ও আত্মা থেকে না জন্মায়, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।"*** আবার, তীত ৩:৫ পদে পৌল নতুন জন্মকে স্পষ্ট করে পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বর্ণনা করেছে, ***"পুনজন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নতুনীকরণ দ্বারা আমার পরিত্রাণ করলেন।"***

মন-পরিবর্তন বা ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যাবর্তনকে সাধারণত দুটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকে: ***অনুতাপ*** ও ***বিশ্বাস***। বাইবেলে এদের উভয়কেই পবিত্র আত্মার দান বা উপহার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রেরিত ১১:১৫ পদে পরজাতি কর্ণীলিয়ের মন-পরিবর্তনের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"পরে আমি কথা বলতে শুরু করলে, যেমন প্রথমে আমাদের উপরে হয়েছিল, তেমনই তাদের উপরেও (কর্ণীলিয় ও তার পরিবারের অন্যান্যরা) পবিত্র আত্মা পতিত হলেন।"*** জেরুশালেম মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যখন সেই কথা শুনেছিল, তখন তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ১৮ পদে বলা হয়েছে, ***"এই***

সমস্ত কথা শুনে তারা চুপ করে থাকল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করল, বলল 'তবে তো ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদেরও জীবনার্থক মন-পরিবর্তন দান করেছেন।" এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর সেই সমস্ত পরজাতিকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে (যিনি তাদের উপর নেমে এসেছিলেন) মনপরিবর্তন দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ***বিশ্বাসও*** হল আত্মার দান। ১করিন্থীয় ২ অধ্যায়ে পৌল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে যে, কেবল পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা প্রকাশ করেছেন (৯ পদ); এবং সেই পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি ঈশ্বর আমাদেরকে অনুগ্রহপূর্বক কী কী দান করেছেন (১২ পদ)। হ্যাঁ, তা হল, খ্রীস্টের বিষয় সত্য, যা এই যুগের শাসনকর্তারা উপলব্ধি না করতে পেরে প্রতাপের প্রভুকে ক্রুশে দিয়েছিল (৮ পদ)। একই কথা পৌল আবার ১করিন্থীয় ১২:৩ পদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে, ***"ঈশ্বরের আত্মায় কথা বললে, কেউ বলে না, 'যীশু শাপগ্রস্ত,' এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ছাড়া কেউ বলতে পারে না, 'যীশু প্রভু'।"***

পবিত্র আত্মা আবার আমাদের ***পরিত্রাণের নিশ্চয়তা*** দিয়ে থাকেন, যা হল স্বাস্থ্যকর বিশ্বাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। রোমীয় ৮:১৬ পদে পৌল আমাদের বলেছে, ***"আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।"*** এখানে, গ্রিক নতুন নিয়মে সাক্ষ্য দেবার জন্য বর্তমান কাল ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ, পবিত্র আত্মার এই সাক্ষ্য কদাচিত বা কেবল একবারের জন্য নয়, কিন্তু বিশ্বাসীর সমগ্র জীবন ধরে তা চলে থাকে।

ধার্মিকীকরণকে যদিও নতুন নিয়ম মূলত পিতা ঈশ্বরের কাজ হিসাবে বর্ণনা করে থাকে, তথাপি পবিত্র আত্মাও বিভিন্নভাবে এর সঙ্গে জড়িত। এখন, আমরা যেহেতু বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকগণিত হয়ে থাকি, এবং একটু আগে আমরা বিশ্বাসকে পবিত্র আত্মার দান বা উপহার হিসাবে দেখেছি; সেইহেতু, এই আশীর্বাদটিও ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত। ১করিন্থীয় ৬:১১ পদ ধর্মিকীকরণকে পবিত্র আত্মার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে, ***"কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় নিজেদেরকে ধৌত করেছ, পবিত্রীকৃত হয়েছ, ধার্মিকগণিত হয়েছ।"*** সেইহেতু, আমাদের ধার্মিকীকরণকে কখনও পবিত্র আত্মার কাজ থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

ধার্মিকীকরণের বিভিন্ন উপকারের মধ্যে একটি হল ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের ***দত্তক পুত্রত্ব***। এই আশীর্বাদটিও পবিত্র আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গালাতীয় ৪:৪-৬ পদে আমরা এ বিষয়ে দেখতে পাই। পৌল আমাদের এই কথা বলেছে যে, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যেন, ***"তিনি মূল্য দিয়ে ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই"*** (৫ পদ)। এর অর্থ, আমরা যেন, *'সন্তানের পূর্ণ অধিকার লাভ করি।'* গ্রিক নতুন নিয়মে 'সন্তানের পূর্ণ অধিকারকে' বর্ণনা করার জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল, খ্রীস্টীয় ইতিহাসের প্রথম শতাব্দীতে কাউকে সন্তান হিসাবে দত্তক নেবার আইনসঙ্গত পদ্ধতি। এই কথা বলার পর, পৌল বলেছে, ***"যেহেতু তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর নিজের পুত্রের আত্মাকে নিজের কাছ থেকে আমাদের হৃদয়ে পাঠালেন; ইনি "আব্বা, পিতা" বলে ডাকেন"*** (৬ পদ)। এর অর্থ, পবিত্র আত্মা, যিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকেন; এবং এর দ্বারা আমরা আশ্বস্ত হই যে, আমরা আর দাস নই, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা।

রোমীয় ৮ অধ্যায়েও একই কথা বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ১৫ পদে পৌল বলেছে, ***"বস্তুতঃ তোমরা . . . দত্তকপুত্রতার আত্মা পেয়েছ, যে আত্মাতে আমরা 'আব্বা, পিতা' বলে ডেকে উঠি।"*** এখানে, বিশ্বাসীদেরকে বিশেষত সেই সমস্ত বিশ্বাসীকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে ডেকে থাকে; যদিও আমরা পবিত্র আত্মারই মাধ্যমে তাঁকে ডেকে থাকি। কেবল তা-ই নয়, পবিত্র আত্মারই পরিচালনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে জীবন যাপন করতে শিখি: ***"যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের পুত্র"*** (১৪ পদ)।

আমাদের পবিত্রীকরণ/শুদ্ধিকরণকেও পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ, পবিত্র আত্মার নামের মধ্যেই পবিত্রীকরণ বা শুদ্ধিকরণ কাজ জড়িত। ২থিষলনীকীয় ২:১৩ পদে, পৌল তার পাঠকদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছে, ***"কারণ ঈশ্বর আদি থেকে তোমাদেরকে আত্মার পবিত্রতা প্রদানে ও সত্যের পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করেছেন।"*** আবার রোমীয় ১৫:১৬ পদে, পৌল তার পরিচর্যাকে পরজাতিদের কাছে খ্রীস্ট যীশুর সেবকের কাজ হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, ***"যেন পরজাতীয়েরা পবিত্র আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়।"*** কিন্তু কেবল পৌল নয়, পিতরও আমাদের পবিত্রীকরণের কাজকে পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বর্ণনা করেছে। পিতর তার পাঠকদেরকে এই ধরণের সম্মোধন করে তার প্রথম পত্র শুরু করেছে, ***". . . পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে, আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীস্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য যারা মনোনীত হয়েছে"*** (১পিতর ১:১)। এই কারণেই, ওয়েস্টমিনস্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তিতে পবিত্র আত্মাকে *'পবিত্রীকরণের নিমিত্ত খ্রীস্টের আত্মা'* বলা হয়েছে *("the sanctifying Spirit of Christ," WCF XIII,3)*।

আমাদের পরীক্ষাসিদ্ধতার সঙ্গেও পবিত্র আত্মা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এ বিষয়ে বাইবেলের দুটি রূপক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। রূপক দুটি হল "মুদ্রাঙ্ক" *(seal)* এবং "বায়না" *(pledge)*। ইফিষীয় ৪:৩০ পদে পবিত্র আত্মাকে আমাদের চূড়ান্ত পরিত্রাণের মুদ্রাঙ্ক বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত কোরো না, যাঁর দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত** (sealed) **হয়েছ।"*** নতুন নিয়মের যুগে, মুদ্রাঙ্ক ছিল **অধিকারের বা মালিকত্বের চিহ্ন**; তাই, আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হবার অর্থ হল, ঈশ্বরের অধিকার হিসাবে পৃথকীকৃত হওয়া। কিন্তু এখানে ইফিষীয় ৪:৩০ পদে ***"আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত"*** হবার অর্থ, আমাদের মুক্তির চূড়ান্ত দিন পর্যন্ত পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সহভাগিতাকে অটুট রাখবেন।

একইভাবে, ইফিষীয় ১:১৩-১৪ পদে পৌল আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলেছে, ***"বিশ্বাস করে তোমরা তাঁতে (খ্রীস্টে) সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছ; সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের মুক্তির জন্য, তাঁর প্রতাপের প্রশংসার জন্য আমাদের দায়াধিকারের বায়না।"*** এখানে 'দায়াধিকারের বায়নার' জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে "বায়না" হিসাবেও অনুবাদ করা সম্ভব। অর্থাৎ, পৌল এখানে এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছে যে, আমাদের মধ্যে যদি পবিত্র আত্মা থেকে থাকেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রতাপ, যা খ্রীস্টেতে আমাদের উত্তরাধিকার, তা একদিন আমাদের হবে— আমরা কোনও বিষয়ের দ্বারাই আমাদের সেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হব না।

নতুন নিয়মে কেবল অন্য দুটি স্থানে বায়না বা অগ্রিম শব্দটিকে পবিত্র অত্মার সঙ্গে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। ২করিন্থীয় ১:২২ পদ থেকে আমরা শিখি যে, ***" ঈশ্বর আমাদেরকে মুদ্রাঙ্কিতও (আমাদের উপর তাঁর মালিকত্ব চিহ্ন দিয়েছেন) করেছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে বায়না দিয়েছেন (যার দ্বারা আমাদের ভাবিষ্যৎ উত্তরাধিকারকে সুরক্ষিত করেছেন)।"*** আর ২করিন্থীয় ৫:৫ পদে পৌল আমাদেরকে এমন নির্দেশ দিয়েছে, যে ঈশ্বর আমাদের জন্য ***"অহস্তনির্মিত, অনন্তকাল স্থায়ী ও স্বর্গে স্থিত"*** (১ পদ) বাসস্থান নির্মাণ করছেন, তিনি ***"আমাদেরকে আত্মা বায়না দিয়েছেন (যার দ্বারা তিনি আগামী ঘটিতব্য বিষয়ের গ্যারান্টি দিয়েছেন)।"*** এই কথার অর্থ, পবিত্র আত্মা রহস্যপূর্ণ অথচ বিষ্ময়কর পদ্ধতিতে আমাদের খ্রীস্টীয় যাত্রাপথ সেই দিন পর্যন্ত সুরক্ষিত করেন, যেদিন আমরা গৌরবময় নতুন পৃথিবীতে আমাদের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারে প্রবেশ করব।

(ক) পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দান

(Gifts of the Holy Spirit)

আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মার ভূমিকা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার অন্য একটি ভালো উপায় হল, **আত্মার দানসমূহ** *(gifts of the Spirit)* এবং **আত্মার ফলের** *(fruit of the Spirit)* বিষয় পর্যবেক্ষণ। কিন্তু সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, আত্মার দানসমূহ এবং ফলকে আমরা যেন কখনও একে অন্যের থেকে পৃথক না করি। কারণ আত্মা দ্বারা দত্ত বিভিন্ন দানকে সর্বদা বিশ্বাসীর জীবনে প্রেম, আনন্দ, শান্তি এবং আত্মার ফলের অন্যান্য দিকের *(aspect)* মাধ্যমে অনুশীলন বা ব্যবহার করতে হবে। যখনই আমরা আত্মার ফলের প্রকাশ না করে, পবিত্র আত্মার দত্ত বিভিন্ন দানকে ব্যবহার করি, তখন আমরা পৌলের কথা মতো ***"শব্দকারক পিতল ও ঝম্‌ঝম্‌কারী করতালে"*** রূপান্তরিত হই (১করিন্থীয় ১৩:১)।

প্রথমে আমরা **পবিত্র আত্মার দানসমূহ** বলতে নতুন নিয়মে কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা দেখব। নতুন নিয়মের লেখকেরা পবিত্র আত্মার দানকে নির্দেশ করতে সাধারণত যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা হল, *charisma*। অবশ্য, নতুন নিয়মে এই শব্দ বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। *"এই শব্দের (charisma) দ্বারা প্রায় ২০টি দানকে নির্দেশ করা হয়েছে। এক এক করে নাম উল্লেখ করে রোমীয় ১২ অধ্যায়ে ও ১করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে যে সমস্ত দানের কথা বলা হয়েছে, তারা বিস্তৃত পরিসরের অধিকারী; সেগুলি শাসন করা থেকে ভাববাণী বলা, অসুস্থকে সুস্থ করা থেকে চিরকুমারত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।"* সাধারণ অর্থে এই শব্দের দ্বারা সেই সমস্ত দানকে নির্দেশ করা হয়, ঈশ্বর যেগুলিকে তাঁর প্রজাদের প্রদান করে থাকেন। *Arnold Bittlinger* নামে একজন ঈশতাত্ত্বিক তার *Gifts & Ministries* নামক পুস্তকে *charisma* শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন: **এ হল আত্মার অনুগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশ, যা ঈশ্বরের লোকদের সার্বজনীন উন্নতি বা ভালোর জন্য, বিশ্বাসীর সাধারণ ক্ষমতার মধ্যে ও মাধ্যমে, তথাপি তাকে অতিক্রম করে কাজ করে থাকে।**

লক্ষ্য করার বিষয় হল, নতুন নিয়মে পবিত্র আত্মার দানসমূহ বলতে কেবল অলৌকিক বা দৃষ্টিনন্দনকারী দানদের নির্দেশ করা হয়নি। পরিবর্তে, পবিত্র আত্মার দানসমূহের মধ্যে শিক্ষাদান, উৎসাহদান, অর্থদান (রোমীয় ১২:৮), অন্যদের সাহায্য করা, এবং শাসন করাকে (১করিন্থীয় ১২:২৮) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই, কেবল *Neo-Pentecostalism*কে *"charismatic move-*

ment" নামে অভিহিত করার মধ্যে ভ্রান্ত উদ্দেশ্য কাজ করে চলেছে। আমরা উপলব্ধি করি যে, *Pentecostal* বা *Neo-Pentecostal*রা সাধারণত পবিত্র আত্মার যে সমস্ত দৃষ্টিনন্দনকারী দানের (যেমন পরভাষা বা শারীরিক আরোগ্য) প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে *charismata* শব্দটি ব্যবহার করেন, নতুন নিয়মে কিন্তু কেবল সেই সমস্ত দানকে নির্দেশ করতে *charismata* শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তার থেকে অনেক বেশি এবং তেমন আকর্ষনীয় নয় দানকে নির্দেশ করতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে বা উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রতিটি খ্রীস্ট বিশ্বাসীই পবিত্র আত্মার কোনও-না-কোনও দান পেয়েছেন, তাই তার দায়িত্ব হল সেই দানের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যে সেবা করা। তাই, কেবল *Pentecostal* বা *Neo-Pentecostal*রা নয়, কিন্তু যীশু খ্রীস্টের সম্পূর্ণ মণ্ডলীই হল *charismatic* ।

পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দানকে ভাগ করার সহজ উপায় হল, তাদেরকে অসাধারণ বা অলৌকিক দান *(miraculous gifts)* এবং সাধারণ বা লৌকিক দান *(nonmiraculous gifts)* হিসাবে বিভক্ত করা। আত্মার সাধারণ দানসমূহের মধ্যে আছে শিক্ষাদান, শাসন, অর্থদান, দয়া প্রদর্শন, ইত্যাদি। অন্যদিকে, আত্মার অসাধারণ দানগুলির মধ্যে আছে "অসুস্থকে সুস্থকরণের দান" (১করিন্থীয় ১২:৯) "অলৌকিক কাজ" (১করিন্থীয় ১২:১০), বা "বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার দান" (১করিন্থীয় ১২:১০), ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল, **পবিত্র আত্মার এই সমস্ত দানের কাজ কী?** পবিত্র আত্মার এই সমস্ত দান বিশ্বাসীদেরকে মণ্ডলীতে নির্দিষ্ট কাজ করতে অথবা ঈশ্বরের রাজ্যে নিদিষ্ট কিছু পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম করে থাকে। তাই, সেগুলির উদ্দেশ্য হল, **বিশ্বাসীদের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা, মণ্ডলীকে গেঁথে তোলা, এবং সমগ্র খ্রীস্টীয় সমাজের সেবা করা**। একইসঙ্গে, তাদের মধ্যে আবার সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যও নিহিত আছে: যারা খ্রীস্টেতে উদ্ধারকারী জ্ঞানে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে খ্রীস্টের কাছে নিয়ে আসা, নতুন বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসে বলবান করা এবং অন্যের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাদের পরিপক্ক করে তোলা।

পবিত্র আত্মার অসাধারণ বা অলৌকিক দানসমূহ

(Miraculous Gifts of the Spirit)

আজকের মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানসমূহের উপস্থিতি সম্বন্ধে খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে মতের অমিল যেমন পূর্বে ছিল, ঠিক তেমনই এখনও বর্তমান। আত্মার উভয় প্রকার দানের কথা আমরা পরিষ্কারভাবে প্রেরিত পুস্তকে এবং ১করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে পবিত্র আত্মার দানের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে পেয়ে থাকি। আবার সমস্ত খ্রীস্টীয় ঈশতত্ত্ববিদ স্বীকার করেন যে, পবিত্র আত্মার সমস্ত সাধারণ দান আজ আমাদের মধ্যে বর্তমান। কিছু কিছু ঈশতত্ত্ববিদ্ ও বাইবেল শিক্ষক, বিশেষ করে যারা *Pentecostal* বা *Neo-Pentecostal* প্রেক্ষাপটের, তারা বলে থাকেন যে, পবিত্র আত্মার সাধারণ দানসমূহের ন্যায় অসাধারণ দানসমূহও বর্তমান মণ্ডলীতে একইভাবে ও একই পরিমাণে বর্তমান। অন্যদিকে, সাধারণত সংস্কারপন্থী *(Reformed)* প্রেক্ষাপটের ঈশতত্ত্ববিদ বা বাইবেল শিক্ষকরা বলে থাকেন যে, পবিত্র আত্মার ঐ সমস্ত অসাধারণ দান নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রথম যুগে (প্রেরিতদের সময়) উপস্থিত থাকলেও, পরবর্তীকালে তথা আজকের মণ্ডলীতে আর দেখা যায়নি বা নেই। আবার তৃতীয় দলের ঈশতত্ত্ববিদরা বলে থাকেন যে, যে সমস্ত স্থানে মণ্ডলীর ইতিহাস অনেক দিনের, সেই সমস্ত স্থানে আজকের দিনে পবিত্র আত্মার অসাধারণ দানগুলি দেখা যায় না;কিন্তু যে সমস্ত স্থানে প্রথম সুসমাচার প্রচার হচ্ছে বা যেগুলি সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্র, সেখানে অসাধারণ দানগুলি দেখা যায়।

যদিও আমরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না, তথাপি সংস্কারপন্থীদের দ্বারা তিনটি জোড়ালো যুক্তিকে খাঁড়া করা হয়ে থাকে, যার দ্বারা বলা হয়ে থাকে যে, "শারীরিক আরোগ্যদান" বা পরভাষায় কথা বলার ন্যায় পবিত্র আত্মার বিভিন্ন অসাধারণ দানের উপস্থিতি আজকের দিনের মণ্ডলীতে সম্ভব নয়।

১) **সুসমাচার প্রচারক ও তার দ্বারা প্রচারিত সুসমাচারের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ**। নতুন নিয়মের কয়েকটি স্থানে পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানগুলিকে মূলত নতুন নিয়মের মণ্ডলীর স্থাপক বিভিন্ন প্রেরিতদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি শাস্ত্রাংশ হল **প্রেরিত ১৪:৩**, যেখানে বলা হয়েছে, ***"এইরূপে তারা (পৌল ও বার্ণবা) সেই স্থানে (ইকনিয়ে) অনেক দিন অবস্থিতি করল, প্রভুর উপরে সাহস বেঁধে কথা বলত, আর তিনিও নিজের অনুগ্রহের বাক্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন, তাদের হাত দিয়ে বিভিন্ন চিহ্নকাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হতে দিতেন।"*** এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈশ্বর এই দুই প্রেরিতের (১৪ পদে বার্ণবাকেও প্রেরিত বলা হয়েছে) মাধ্যমে বিভিন্ন চিহ্নকাজ ও অদ্ভুৎ লক্ষণ (বা পবিত্র আত্মার অলৌকিক দান) সাধিত হতে দিয়েছেন, এবং তার দ্বারা তাদের প্রচারিত সুসমাচারের সত্যতা ও তারা নিজেরা যে সুসমাচারের সত্য প্রচারক, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন।

<u>**২করিন্থীয় ১২:১২ পদে**</u> পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছে: ***"<u>প্রেরিতের চিহ্ন সকল</u> তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে, নানা চিহ্নকাজ, অদ্ভুৎ লক্ষণ ও পরাক্রম কাজ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।"*** পত্রের এই অংশে মিথ্যা প্রেরিতদের বিরুদ্ধে পৌল নিজের প্রেরিতত্ত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এখানে পৌল বলতে চেয়েছে, *"করিন্থের বিশ্বাসী তোমাদের উচিৎ সত্য প্রেরিত হিসাবে আমাকে চেনা; যেহেতু আমার পক্ষে প্রেরিতের চিহ্ন সকল বিভিন্ন চিহ্নকাজের দ্বারা তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।"* এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, এখানে যে বিভিন্ন চিহ্নকাজ, অদ্ভুৎ লক্ষণ ও পরাক্রম কাজের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন অলৌকিক দান ছিল, কারণ করিন্থীয় মণ্ডলীতে আমরা তাদেরকে বহুসংখ্যায় দেখেছি (১করিন্থীয় ১২ থেকে ১৪ অধ্যায়)। তাই, আমরা পৌলের এই কথা থেকে ধরতে পারি যে, পৌল নিজে পবিত্র আত্মার যে সমস্ত অসাধারণ দানের অধিকারী ছিলেন, কেবল তা নয়, করিন্থের অন্যান্যদের প্রতি হস্তান্তর পর্যন্ত করতে পারতেন, সেগুলিকে পৌল তার নিজের সত্য প্রেরিতত্ত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেছে।

<u>**রোমীয় ১৫:১৮-১৯ পদে**</u> পরজাতীয়দের মধ্যে তার মিশন কাজকে পৌল সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে এবং এখানেও পৌল এই সমস্ত অসাধারণ দানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছে: ***"আমি সে বিষয়ে একটি কথাও বলতে সাহস করব না, যা পরজাতীদেরকে আজ্ঞাবহ করতে খ্রীস্ট আমার দ্বারা সাধন করেননি; তিনি বাক্যে ও কাজে, নানা চিহ্ন ও অদ্ভুৎ লক্ষণের পরাক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে এইরূপ সাধন করেছেন।"*** পৌলের এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, প্রভু তার মাধ্যমে যে সমস্ত চিহ্ন ও অদ্ভুৎ লক্ষণ সাধন করেছেন, তার দ্বারা পরজাতীদেরকে আজ্ঞাবহতায় আনতে খ্রীস্ট পৌলকে সক্ষম করেছেন; আর তাই এই সমস্ত অলৌকিক দান *পরিজাতিদের কাছে প্রেরিত* হিসাবে কেবল পৌলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। অন্যদিকে, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, পৌল যখন রোমের মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দানের তালিকা উপস্থিত করেছে এবং তাদেরকে সেই সমস্ত দান ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে, তখন সেই তালিকায় (রোমীয় ১২:৬-৮) শারীরিক সুস্থকরণ বা পরভাষার ন্যায় পবিত্র আত্মার অসাধারণ দানের কথা উল্লেখ করেনি। কিন্তু রোমীয় ১৫ অধ্যায়ে পৌল উল্লেখ করেছে যে, পৌল যখন সুসমাচার প্রচার করেছিল তখন এই সমস্ত অলৌকিক দানের ব্যহ্যিক প্রকাশ ঘটেছিল। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, এই সমস্ত অলৌকিক দানের কাজ ছিল, পৌলের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার যে খাঁটি, তার পক্ষে সাক্ষ্যদান। তাই, বিশ্বাসীরা যখনই মিলিত হয়, তখনই তাদের মধ্যে এই সমস্ত অলৌকিক দান যাতে ক্রমশ সাধিত হয়, সে বিষয় পৌল জোর দেয়নি। পরিবর্তে, পৌল এই পত্রে উল্লেখ করেছে যে, শিক্ষাদান, অর্থদান, শাসন বা দয়া প্রদর্শনের ন্যায় পবিত্র আত্মার বিভিন্ন সাধারণ বা লৌকিক দানের সুষ্ঠ ব্যবহারই মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার শ্রেষ্ঠ উপায়।

<u>**ইব্রীয় ২:৩-৪ পদে**</u> অলৌকিক দানের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে: ***"তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কী প্রকারে রক্ষা পাবো? এটা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যারা শুনেছিল, তাদের দ্বারা আমাদের কাছে দৃঢ়ীকৃত হল; ঈশ্বরও সাক্ষ্য প্রদান করছেন, নানা চিহ্ন, অদ্ভুৎ লক্ষণ ও বহুপ্রকার পরাক্রম-কাজ এবং পবিত্র আত্মার বর/দান বিতরণ দ্বারা নিজের ইচ্ছানুসারেই করছেন।"*** এই পদানুসারে, পরিত্রাণের সুসমাচার সর্বপ্রথম খ্রীস্টের দ্বারা ঘোষিত হয়েছিল। তারপর, প্রভুর কাছ থেকে সেই সুসমাচার যারা শুনেছিল, অর্থাৎ প্রেরিতদের দ্বারা তা এই পত্রের লেখক ও পাঠকদের কাছে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছিল। আবার, ঈশ্বর নিজে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন অলৌকিক দানের (যাদেরকে এখানে চিহ্ন, অদ্ভুৎ লক্ষণ বা পরাক্রম কাজ বলা হয়েছে) দ্বারা সেই পরিত্রাণ যে খাঁটি, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। অতএব, এই শাস্ত্রাংশ অনুসারে, পবিত্র আত্মার বিভিন্ন অলৌকিক দানের উদ্দেশ্য হল, এই সমস্ত খ্রীস্ট-পরবর্তী-দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকদের কাছে পরিত্রাণের বাণীর সত্যতার পক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন।

উপরের শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানসমূহ **"প্রেরিতের চিহ্ন"** হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলি <u>প্রেরিতদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য প্রচারক হিসাবে</u> তুলে ধরেছে এবং <u>তারা যে সুসমাচার প্রচার করেছে, তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্য হিসাবে</u> উপস্থাপিত করেছে। এখন, প্রেরিতদের সাক্ষ্যদানের কাজ ও পদ যেহেতু নতুন নিয়মের মণ্ডলীর গাঁথকের কাজ বা প্রাথমিক কাজ ছিল (ইফিষীয় ২:২০), সেইহেতু, সেগুলির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব; আর তাই সত্য প্রেরিতদের সত্যতা প্রমাণে যে সমস্ত অলৌকিক দান প্রভু প্রেরিতদের দিয়েছিলেন, সেগুলি আর আজকের মণ্ডলীর প্রয়োজন নেই।

২) **নতুন নিয়মের কোথাও আমাদের এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার এই সমস্ত অলৌকিক দান ক্রমশ বা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হবে**। ১করিন্থীয় ১২-১৪ অধ্যায়ের বাইরে নতুন নিয়মের অন্য কোনও স্থানে আমরা পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানসমূহের উল্লেখ পাই না। পৌলের অন্যান্য পত্র বা অন্যান্য সাধারণ পত্রে আমরা পবিত্র আত্মার দান হিসাবে পরভাষা বা আরোগ্যদানের বিন্দুমাত্র উল্লেখ পাই না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে আমরা যাকোব

৫:১৪-১৫ পদকে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু একটু পরে আমরা দেখতে চলেছি যে, এই শাস্ত্রাংশ প্রকৃত অর্থে পবিত্র আত্মার দান হিসাবে আরোগ্যদানকে বর্ণনা করে না, কিন্তু মণ্ডলীর প্রাচীনদের দ্বারা অসুস্থ বিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনাকে বর্ণনা করে। অসুস্থের জন্য এইরূপ প্রার্থনাকে অবশ্যই নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু "পবিত্র আত্মার অলৌকিক দান হিসাবে আরোগ্যদানের" দাবিকে সমর্থন করা হয়নি।

১করিন্থীয় ১২ অধ্যায় ব্যতীত নতুন নিয়মের যে সমস্ত স্থানে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দানের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে একটু আগে যে দুটি অলৌকিক দানের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাদের উল্লেখ করা হয়নি। এর আগে রোমীয় ১২:৬-৮ পদে পবিত্র আত্মার যে সমস্ত দানের কথা বলা হয়েছে, তারা হল, ভাববাণী, পরিচর্যা, শিক্ষাদান, উপদেশদান, দান, শাসন, এবং দয়া প্রদর্শন। এখানে পরভাষায় কথা বলা বা অসুস্থকে সুস্থ করার কথা বলা হয়নি। এই তালিকায় পবিত্র আত্মার একমাত্র যে দানটিকে আমরা বিশেষ কোনও অর্থে অলৌকিক বলে মনে করতে পারি, সেটি হল 'ভাববাণী বলা।' কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যেন অবিশ্বাসী জগতের চিন্তায় বাইবেলে উল্লেখিত 'ভাবাণীকে' চিন্তা না করি। বাইবেল সর্বদা যে অর্থে 'ভাববাণীর' কথা বলে থাকে, তা হল, ঈশ্বর দত্ত বিশেষ প্রকাশ যা ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনাকে ব্যাখ্যা করে থাকে। তাই, বাইবেলে যে ভাববাণীর কথা বলা হয়েছে, তা সর্বদা আমাদের পরিত্রাণে ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে যুক্ত। এখন পবিত্র আত্মার দান হিসাবে মণ্ডলীতে যারা 'ভাববাণী বলার' দানের অধিকারী ছিল, তারা যখন ভবিষ্যতের কোনও ঘটনার কথা তা ঘটবার পূর্বে জানাত, তখন তা সর্বদা আমাদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার, ১করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে, আমরা দেখতে পাই যে পৌল পরভাষায় কথা বলার থেকে ভাববাণী বলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে (১-৫, ১২, ১৮-১৯)। ৩ পদে ভাববাণীর উপর জোর দিয়ে পৌল বলেছে : ***"যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মানুষের কাছে গেঁথে তুলবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।"*** এখন, রোমীয় ১২ অধ্যায়ে পৌল যখন পবিত্র আত্মার দান হিসাবে এই 'ভাববাণীর' কথা উল্লেখ করেছে, তখন পবিত্র আত্মার ক্ষমতার দৃষ্টিনন্দনকারী প্রকাশ হিসাবে এর মূল্যকে জোর দেবার জন্য নয়;কিন্তু মণ্ডলীকে গেঁথে তোলা ও নির্দেশদানের কাজে এর প্রয়োজনীয়তাকেই জোর দিয়েছে। *[*পবিত্র আত্মার দান হিসাবে 'ভাববাণী' সম্বন্ধে আরও জানতে *Wayne A. Grudem*-এর লেখা *The Gift of Prophecy in 1 Corinthians* বইটি পড়ুন।*]*

১পিতর ৪:১০-১১ পদেও পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দানের একটি ছোট তালিকা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এখানে কেবল দুটি দানের কথা বলা হয়েছে : কথা বলা *(En. speaking, Gk. lalei)* এবং পরিচর্যা *(En. serving, Gk. diakonei)*। অতএব, এখানে কোনও অলৌকিক দানের কথা বলা হয়নি।

পৌলের লেখা মাণ্ডলিক পত্রগুলিতে *(Pastoral Epistles)* মণ্ডলীর বিভিন্ন পরিচর্যাকারীদের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১তীমথিয় ৩:১-১৩ কিম্বা তীত ১:৫-৯ পদে পৌল মণ্ডলীর পরিচারক বা প্রাচীনদের যোগ্যতা হিসাবে যে সমস্ত আত্মার দানের উল্লেখ করেছে, তাদের মধ্যে 'পরভাষায় কথা বলা' বা 'অসুস্থকে সুস্থ করার' দানের বিষয় একটি কথাও বলেনি। পরিবর্তে, পবিত্র আত্মার দান *(charismata)* হিসাবে যে দুটি দানের উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে, তারা হল শিক্ষাদান ও শাসন (১তীমথিয় ৩:২, ৪, ১২; তীত ১:৬, ৯; আরও ১তীমথিয় ৫:১৭; ২তীমথিয় ২:২৪)। মণ্ডলীর ক্রমশ কল্যাণ ও বৃদ্ধিতে অত্যাবশকীয় বিষয় হিসাবে পৌল এখানে যে দুটি দানের উপর জোর দিয়েছে, তারা হল শিক্ষাদানের ক্ষমতা *(ability to teach)* ও শাসন করার ক্ষমতার *(ability to rule)* ন্যায় সাধারণ দান (পরভাষা বা আরোগ্যদানের ন্যায় অলৌকিক দান নয়)। *[*মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানের ক্রমশ উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর পেতে এই বইগুলি পড়তে পারেন: *Benjamin B. Warfield, "Miracles Yesterday and Today;" Anthony A. Hoekema, "What About Tongue-Speaking?;" and "Holy Spirit Baptism;" Richard B. Gaffin, Jr., "Perspectives on Pentecost;" Colin Brown, "That You May Believe"]*

৩) **পরজাতিরাও যে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত না হয়ে খ্রীস্টকে বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীস্ট -বিশ্বাসী হতে পারে,** তা প্রমাণের জন্য নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রথম যুগে পবিত্র আত্মার দান হিসাবে পরজাতিদেরকে পরভাষার অলৌকিক দান দেওয়া হয়েছিল। পরজাতি বিশ্বাসীরাও এই দানের অধিকারী হওয়ায় মণ্ডলীর নেতাদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে, একজন ইহুদি যেমন যীশুকে বিশ্বাস করে তার পাপ থেকে পরিত্রাণ পায়;ঠিক একইভাবে, একজন পরিজাতি কেবল যীশুকে বিশ্বাসের মাধ্যমেই পরিত্রাণ পায়। সেই পরজাতি যে সত্যি পরিত্রাণ পেয়েছে, তার প্রমান হিসাবে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রথম যুগে এই সমস্ত পরজাতি বিশ্বাসীদেরকেও পরভাষায় কথা বলার দান দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, পরজাতি বিশ্বাসীদের প্রথমে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হবে, এবং তারপরে যীশুকে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে— এমন ভুল চিন্তা প্রথম যুগের মণ্ডলীর ইহুদি নেতাদের মাথা থেকে দূর হয়েছিল। এখন, এইভাবে এই সমস্যার সমাধান প্রথম শতাব্দীতেই সম্পন্ন হওয়ার ফলস্বরূপ পবিত্র আত্মার এই অলৌকিক দান মণ্ডলীতে ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বাসীদের প্রতি দত্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

(খ) মণ্ডলীতে আরোগ্যদানের পরিচর্যা

উপরের এই যুক্তি বা ব্যাখ্যা থেকে ধরা যেতে পারে যে, অসুস্থকে সুস্থকরণের ন্যায় পবিত্র আত্মার অলৌকিক দান আজকের দিনের মণ্ডলীতে আশা করা ঠিক নয়। অবশ্য এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এখানে যে যুক্তির কথা বলা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে উত্তর অসম্ভব নয়। পাশাপাশি, 'আজকের দিনের মণ্ডলীতে এই অলৌকিক দানের আশা করা ঠিক নয়' বলে আমরা যে উপসংহার *(conclusion)* টেনেছি, তা নতুন নিয়মের কোনও লেখকের দ্বারা কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি;কিন্তু নতুন নিয়মের বিভিন্ন তথ্যকে ভিত্তি করে এই উপসংহারে আমরা (অনুমানসিদ্ধভাবে) উপনীত হয়েছি।

কিন্তু এর অর্থ, আজকের দিনে ঈশ্বর যে তাঁর সন্তানদের প্রার্থনার উত্তর দেন, কখনও কখনও অলৌকিকভাবেও দিয়ে থাকেন, তা অস্বীকার করা নয়। আমরা মণ্ডলীতে অনেক পালকের মুখেই অলৌকিকভাবে তাদের প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্তির কথা শুনে থাকি। কখনও কখনও তাদের সেই সমস্ত সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, চিকিৎসকেরা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তখন তারা তাদের প্রার্থনার উত্তর হিসাবে কোনও ব্যক্তিকে সুস্থ হতে দেখেছে।

সম্প্রতি ইভ্যানজেলিক্যাল মণ্ডলীগুলির মধ্যে 'আরোগ্যদানের পরিচর্যাকে' নতুনভাবে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। আবার, মিশনারীদের মাধ্যমে আমরা তাদের মিশন ক্ষেত্রে (আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ) অলৌকিকভাবে বিভিন্ন আরোগ্যদানের কথা শুনে থাকি : *অসুস্থ ব্যক্তি নতুন শক্তি পেয়েছে, রোগাক্রান্ত চোখ সুস্থ হয়েছে, সাপের কামড়ে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়েছে, ইত্যাদি*। আমেরিকার *Fuller Theological Seminary*-র 'মণ্ডলী বৃদ্ধি' বিষয়ের অধ্যাপক *Dr. C. Peter Wagner*-এর কথায় মণ্ডলীর বিস্ময়কর বৃদ্ধি মূলত ল্যাতিন আমেরিকার সেই সমস্ত পেন্টিকোস্টাল মণ্ডলীতে সাধিত হয়েছে, যেখানে প্রার্থনার উত্তর হিসাবে অনেকে সুস্থ হয়েছে (পিটার ওয়াগনার এগুলিকে "চিহ্ন ও অদ্ভুৎ লক্ষণ" বলেছেন)। তাই, তিনি বলেছেন, *"আমরা যে সমস্ত স্থানে এই ধরণের চিহ্ন বা অদ্ভুৎ লক্ষণের কাজ দেখতে পাই না, সেই সমস্ত স্থানের মণ্ডলীতে তেমন বৃদ্ধি দেখতে পাই না।"*

আবার, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন মণ্ডলীতে বিগত কয়েক দশক ধরে "আরোগ্যদানের পরিচর্যায়" বিশেষ উদ্দীপনা আমাদের চোখে পড়ে। কেবল পেন্টিকোস্টাল মণ্ডলীগুলিতে নয়, কিন্তু অ্যাংলিক্যান, এপিস্‌কোপ্যাল, লুথারেন, প্রেস্‌বিটেরিয়ন এবং রিফর্মড মণ্ডলীতেও বিশেষ 'আরোগ্যদানের সভা' করা হয় কিম্বা মণ্ডলীতে সাধারণ আরাধনাসভার শেষভাগে বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য বেদীর সামনে আসতে বিশ্বাসীদের আমন্ত্রণ করা হয়। মণ্ডলীকে আরোগ্যদানের এই বিশেষ পরিচর্যার উপর বিভিন্ন বইও লেখা হয়েছে।

এখন, আরোগ্যদান সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের কী শিক্ষা দেয়? আমরা জানি, যীশু খ্রীস্টের পার্থিব পরিচর্যাকালে বিভিন্ন রোগীদের সুস্থ করা ছিল তাঁর পরিচর্যার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। উদাহরণস্বরূপ, মথি ৯:৩৫ পদে বলা হয়েছে, ***"আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করতে লাগলেন; তিনি লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন, এবং সব রকমের রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করলেন।"*** আবার, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকেও লোকদের অসুস্থতা থেকে আরোগ্যদানের ক্ষমতা দিয়েছিলেন; ১২ জন শিষ্যকে (মথি ১০:১) যেমন দিয়েছিলেন, ৭০ জনকেও দিয়েছিলেন (লুক ১০:১, ৯)। অবশ্য, যীশুর দ্বারা সাধিত আরোগ্যদানের ঘটনাগুলি যীশুই যে মশীহ তার পক্ষে চিহ্ন ছিল (মথি ১১:৪-৬; যোহন ১০:২৫-২৬, ৩৮; প্রেরিত ২:২২)। অন্যদিকে, এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, যীশুর শিষ্যদের দ্বারা সাধিত আরোগ্যদানের ঘটনাগুলি ছিল তাদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার যে সত্য, তার পক্ষে চিহ্ন এবং তারা নিজেরা যে সেই সুসমাচারের উপযুক্ত স্বীকৃত বার্তাবাহক, তার পক্ষেও চিহ্ন (প্রেরিত ১৪:৩; রোমীয় ১৫:১৮-১৯; ইব্রীয় ২:৩-৪)। বস্তুতঃ, ১করিন্থীয় ১২:১২ পদে এই সমস্ত অলৌকিক আরোগ্যদানকে ***"(সত্য) প্রেরিতের চিহ্নসমূহ"*** বলা হয়েছে। এখন, যীশু এবং তাঁর প্রেরিত-শিষ্যরা (যারা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছে) অলৌকিকভাবে অসুস্থদের সুস্থ করতে পারত বলে, যীশুর অনুসরণকারী হিসাবে আমরাও যে আজকের দিনে অলৌকিকভাবে অসুস্থকে সুস্থ করতে পারি, এমন চিন্তা কখনও ঠিক নয়।

তথাপি, পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরকে আরোগ্যদাতা (যাত্রা ১৫:২৬) বলা হয়েছে এবং একথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর আমাদের সমস্ত রোগের প্রতিকার করেন (গীত ১০৩:৩)। শাস্ত্র আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, আমরা যখন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকি বা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে থাকি, তখন যেন আমরা তাঁর কাছে সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি। কেবল তা-ই নয়, সেই সমস্ত প্রার্থনার প্রতি উত্তর দেওয়া হবে বলেও বাইবেল প্রতিজ্ঞা করে থাকে (যদিও তা সর্বদা আমাদের আশানুরূপ উত্তর না-ও হতে পারে)। এখন, আমাদের প্রার্থনার প্রতি উত্তরদানের যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা বাইবেলে করা হয়েছে, সেগুলি শারীরিক অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাগুলি গীত ৯১:১৫; মার্ক ১১:২৪; লুক ১১:৯-১০; যোহন ১৫:৭; ১যোহন ৫:১৪-১৫ পদে করা হয়েছে। আবার, বাইবেলে আমরা এমন বিভিন্ন উদাহরণ দেখতে পাই, যেখানে প্রার্থনার

উত্তর হিসাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা সুস্থ হয়েছে : যিশাইয় ৩৮:২-৫ (হিষ্কীয়); মথি ১৫:২১-২৮ (কনানীয় স্ত্রীলোক); যোহন ৪:৪৬-৫৩ (রাজ কর্মচারী)।

এখন, আরোগ্যদান সম্বন্ধে আমরা যখন বাইবেলভিত্তিক শিক্ষার কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের কাছে খুবই পরিচিত ও প্রায়ই উদ্ধৃত নতুন নিয়মের যে শাস্ত্রাংশটি আমাদের মনে আসে, তা হল যাকোব ৫:১৪-১৬ পদ:

> (১৪) তোমাদের মধ্যে কেউ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের আহ্বান করুক; এবং তারা প্রভুর নামে তাকে তৈলাভিষিক্ত করে (তেল মাখিয়ে) তার উপরে প্রার্থনা করুন। (১৫) তাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করবে, এবং প্রভু তাকে উঠাবেন; আর সে যদি পাপ করে থাকে, তবে তার মোচন হবে। (১৬) অতএব তোমরা একজন অন্যজনের কাছে নিজের নিজের পাপ স্বীকার কর, ও একজন অন্যজনের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হতে পার। ধার্মিকের বিনতি (প্রার্থনা) কার্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।

তৈলাভিষেকের ফলপ্রসূতা নয়, কিন্তু প্রার্থনার ক্ষমতাই হল যাকোব ৫:১৪-১৬ পদের মূল বিষয়। এই সত্য উপলব্ধি করা খুব কঠিন কাজ নয়, কারণ এই শাস্ত্রাংশ এই কথা বলে শেষ হয়েছে : ***"ধার্মিকের বিনতি (প্রার্থনা) কার্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।"*** কেবল তাই-ই নয়, শাস্ত্রাংশের মূল বিষয়বস্তু কী, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ১৭-১৮ পদে এলিয়ের উদাহরণ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এখানে যাকোব এমন একটি পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছে, যেখানে মণ্ডলীর একজন বিশ্বাসী এতোখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, সে শয্যাশায়ী, মণ্ডলী পর্যন্ত যেতে সে অক্ষম। অতএব, তাকে বলা হয়েছে, সে যেন মণ্ডলীর প্রাচীনদেরকে তার গৃহ প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করে। এখানে, ***"মণ্ডলীর প্রাচীনদের"*** বলতে সম্ভবত তাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা সেই প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে অন্যদের তুলনায় বয়স্ক ছিল এবং শাসন করার ও কখনও কখনও শিক্ষা দেবার ক্ষমতার অধিকারী ছিল (যাকোবের পত্রটি সাধারণত ৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে লেখা হয়েছিল বলে ধরা হয়ে থাকে)।

এখন এই সমস্ত প্রাচীনকে কী করতে বলা হয়েছে? ১৪খ পদের আক্ষরিক অনুবাদ হল : *তাকে তেল মাখিয়ে তারা প্রভুর নামে তার জন্য প্রার্থনা করুক।* এখন আমাদের বাংলা বাইবেলে, যে ***"তৈলাভিষিক্ত"*** করার কথা বলা হয়েছে (অধিকাংশ ইংরাজি অনুবাদেও একই অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে, *"anoint him with oil"*), তা হল গ্রিক বাইবেলের *aleipsantes elaio* কথার অনুবাদ। গ্রিক নতুন নিয়মে আমরা দুটি শব্দকে দেখতে পাই, যাদের অনুবাদ করতে গিয়ে "অভিষেক" শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে : (১) *aleipho* (যে শব্দের বর্তমান কালকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে) এবং (২) *chrio* (এ হল সেই ক্রিয়াপদ, যার ধাতু থেকে খ্রীস্ট (অভিষিক্ত) *(Christ, anointed)* এসেছে)। *chrio* শব্দটি অনেক পবিত্র এবং ধর্মীয়; পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীস্টের অভিষেককে বর্ণনা করতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (লুক ৪:১৮; প্রেরিত ৪:২৭, ১০:৩৮; ইব্রীয় ১:৯); এবং ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্বাসীদের অভিষেককেও বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে (২করিন্থীয় ১:২১)। অন্যদিকে, *aleipho* শব্দটি অনেক বেশি জাগতিক বা সাংসারিক। যীশুর মৃতদেহে সুগন্ধি মাখানোর জন্য (মার্ক ১৬:১) এবং যীশুর পায়ে তেল মাখানোর জন্য (লুক ৭:৩৮, ৪৬; যোহন ১১:২; ১২:৩) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, যাকোব ৫:১৪ পদের অনুবাদ ***"তৈলাভিষিক্ত করার"*** পরিবর্তে ***"তেল মাখিয়ে"*** করা প্রয়োজন। [*সমগ্র নতুন নিয়মের মধ্যে অন্য যে একটি মাত্র স্থানে aleipho শব্দটিকে শারীরিক আরোগ্যদানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, তা হল মার্ক ৬:১৩ :* ***"তারা অনেক ভূত ছাড়াল, ও অনেক পীড়িত লোককে তেল মাখাল ও তাদের সুস্থ করল।"]***

প্রাচীনকালে, লোকেরা জিতবৃক্ষের তেলকে (জলপাই তেল, *Olive Oil*) এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করত; ঐ তেল শরীরের উপর ঘসা বা মাখানো ছিল সকলেরই একটি অতি পরিচিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ বিষয়ে আমরা দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্তকে স্মরণ করতে পারি, যেখানে পথের মধ্যে আহত ও প্রায় আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যক্তিটির কাছে এসে সেই শমরীয় ***"তেল ও দ্রাক্ষারস ঢেলে দিয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিল"*** (লুক ১০:৩৪)। এই একবিংশ শতাব্দীতেও মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে অসুস্থ লোকের শরীরে তেল মাখানোর পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে।

যাকোব ৫:১৪ পদের ব্যকরণগত গঠন থেকে আমরা যে সম্ভাবনার কথা বলতে পারি, তা হল, প্রাচীনেরা প্রথমে সেই অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের উপর তেল মাখাবে (সম্ভবত জলপাই তেল) এবং তারপর সেই অসুস্থ ব্যক্তির উপর প্রার্থনা করবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তেলকে এখানে ঔষধ হিসাবেই ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। অন্যভাবে, বলা যায় যে, যাকোব এখানে অসুস্থদের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যায় চিকিৎসাবিদ্যার সহজলভ্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়কে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছে।

এখন ১৪ পদের শেষাংশে যে কথা বলা হয়েছে, ***"প্রভুর নামে,"*** তা একাধারে প্রার্থনা করা ও তেল মাখানোর প্রতি প্রযোজ্য। এই কথার ব্যবহার যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে, তা হল, প্রাচীনরা যখন এইভাবে তাদের পরিচর্যা সাধন করে, তখন তারা তা প্রভুর প্রতিনিধি হয়েই করে থাকে। যার অর্থ, তেলের মাধ্যমে ঔষধের ব্যবহার ও তাদের প্রার্থনা, উভয়ের উপরই প্রভুর

আশীর্বাদ তারা কামনা করছে। কিন্তু, যেহেতু, ***"প্রভুর নামে"*** কথার দ্বারা **তাঁর প্রকাশকেও** নিদেশ করা হয়, সেইহেতু এ বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যোহন ১৪:১৪ পদানুসারে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, ***"যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তা করব।"*** খ্রীস্টের নামে প্রার্থনা করার অর্থ, **খ্রীস্ট নিজের বিষয় যা প্রকাশ করেছেন,** তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে প্রার্থনা করা; যার অর্থ, ***"আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"*** তাই, যাকোব এখানে আরোগ্যদানের জন্য সর্বদা যে প্রার্থনাকে সুপারিশ করেছে, তা হল, ***"প্রভু যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি এই অসুস্থকে সুস্থ কর।"***

১৫ পদে যাকোব আরও বলেছে, ***"তাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করবে; এবং প্রভু তাকে উঠাবেন।"*** যাকোব এখানে বিশ্বাসের গুরুত্বকে জোর দিয়েছে— যে ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার বিশ্বাস; এবং যারা প্রার্থনা করছে, তাদের বিশ্বাস। এই পত্রের প্রথমাংশে যাকোব তার পাঠকদের সতর্ক করে বলেছে, ***"দ্বিমনা লোক,"*** যে বিশ্বাস না করে সন্দেহ করে, সে প্রভুর কাছ থেকে কিছুই পাবে না (যাকোব ১:৬-৮)। কিন্তু এ বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। এই পদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল, ***"প্রভু তাকে উঠাবেন"***— এই কথাকে চরম অর্থে গ্রহণ করা। এখন, এই কথাকে যদি আমরা চরম অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে সেই অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ না হওয়ার কোনও সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা পদ্ধতিকে মেনে, আমাদের উচিৎ যাকোব ৪:১৩-১৭ পদের প্রেক্ষিতে ৫:১৫ পদের ব্যাখ্যা করা। যাকোব ৪:১৩-১৭ পদে যাকোব তার পাঠকদের পরামর্শ দিয়ে বলেছে, তারা যেন এমন কথা না বলে, ***"আজ কিম্বা কাল আমরা অমুক নগরে যাব, সেখানে এক বৎসর কাটাব, বাণিজ্য করব ও লাভ করব"*** (৪:১৩)। কিন্তু তার পরিবর্তে, তারা যেন এমন কথা বলে, ***"প্রভুর ইচ্ছা হলেই আমরা বেঁচে থাকব, এবং এ কাজটি বা ও কাজটি করব"*** (৪:১৫)। এখন, ৫ অধ্যায়ে, যাকোব যখন অসুস্থ বিশ্বাসীর জন্য প্রাচীনদের প্রার্থনা করতে বলেছে, তখনও ঠিক একই শর্ত মেনে তাদের প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ***"বিশ্বাসের প্রার্থনা"*** কখনও ঈশ্বরের উপর এমন হুকুম চালায় না— *"ঈশ্বর, তোমার উচিৎ এই ব্যক্তিকে সুস্থ করা!"* পরিবর্তে, প্রার্থনাকারী নিজেকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কাছে সমর্পণ করে বলে, ***"ঈশ্বর, তুমি এই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ কর, যদি তাকে সুস্থ করা তোমার ইচ্ছা হয়।"*** এইভাবে প্রার্থনা করার দ্বারা আমাদের প্রার্থনা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় না; পরিবর্তে, সমস্ত গণ্ডিকে (বা সীমবদ্ধতাকে) দূর করে দেয়। কারণ, সেই অসুস্থ ব্যক্তির বিষয় আমাদের জ্ঞান নিখুঁত না হওয়ায়, আমরা জানি না, তার জন্য সবথেকে ভালো কী? মনে রাখতে হবে, প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমাদের ইচ্ছার প্রতি ঈশ্বরকে রাজি করতে চেষ্টা করা; কিন্তু প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল, তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করা। তাই, আমরা যখন কোনও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করব, তখন সর্বদা *"যদি তোমার ইচ্ছা হয়,"* এই কথা ব্যবহার করব।

যাকোব ৫:১৫ পদে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ***"আর সে যদি পাপ করে থাকে, তবে তার মোচন হবে।"*** গ্রিক বাইবেলে, এই পদে প্রথম যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার কালের *(tense)* কথা চিন্তা করলে, এর অর্থ ক্রমশ ও ধারাবাহিকভাবে (অবিচ্ছিন্নভাবে) পাপ করা। তাই, এই পদকে ভিত্তি করে ধারাবাহিক পাপ ও রোগের মধ্যে একটা সম্পর্ক আমাদের চোখে পড়ে। এ বিষয়ে আমরা ১করিন্থীয় ১১:৩০ পদকে স্মরণ করতে পারি, যেখানে পৌল এমন বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে: ***"এই কারণ (প্রভুর ভোজ পালনের সময় পাপপূর্ণ আচরণ) তোমাদের মধ্যে অনেক লোক দুর্বল ও পীড়িত আছে, এবং অনেকে মারা যাচ্ছে।"*** কিন্তু ইয়োবের কাহিনী এবং জন্মান্ধ ব্যক্তির বিষয় যীশুর উক্তি (যোহন ৯:৩) আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অসুস্থতা আমাদের পূর্বকৃত পাপের সঙ্গে জড়িত নয় বা সেই সমস্ত পাপের ফলস্বরূপ ঘটেনি। একথা অবশ্য সত্য যে, অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায়, সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিও পাপী এবং তাদের শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার থেকে, তাদের সেই সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা লাভ আরও বেশি প্রয়োজনীয়। তাই এই পদে যাকোব হয়ত যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল: বিশ্বাসের প্রার্থনার উত্তরে, পাপক্ষমার বিষয়ে যেমন আরোগ্যলাভ হবে, তেমনই শারীরিক আরোগ্যলাভও হবে, যদি তা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়।

১৬ পদে যাকোব বলেছে, ***"অতএব, তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে নিজের নিজের পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হতে পার।"*** এই পদে যদিও অসুস্থতার বিষয় কোনও উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু সুস্থ হতে পারার কথা বলায়, ধরা যেতে পারে যে, যাকোব এখনও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চিন্তা করছে (যদিও এই সুস্থতা অন্যান্য বিষয়ের জন্যও প্রযোজ্য)। এই পদে এসে যাকোব যে প্রার্থনার কথা বলেছে, তা আর প্রাচীনদের প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখানে, যাকোব আমাদের বলেছে যে, মণ্ডলীর সমস্ত বিশ্বাসীই মণ্ডলীর আরোগ্যদানের পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আমাদের সকলের উচিৎ একে অন্যের কাছে পাপ স্বীকার করা এবং একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করা; যেন ঈশ্বর আমাদের আত্মিক ও শারীরিক সুস্থতা দান করেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, এখানে তেল মাখানোর কথা বাদ পড়েছে।

১৬ পদের শেষাংশে প্রার্থনার গুরুত্বের উপর পুনরায় জোর দেওয়া হয়েছে, এবং এর দ্বারা এই শাস্ত্রাংশের মূল বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে: ***"ধার্মিকের বিনতি কার্যসাধনে মহা শক্তিযুক্ত।"***

উপরে যাকোব ৫:১৪-১৬ পদের ব্যাখ্যা থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট।

(১) প্রার্থনার উত্তর হিসাবে যাকোব এখানে মণ্ডলীতে আরোগ্যদানের বিষয় লিখেছে;কিন্তু যে সমস্ত প্রাচীনকে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, তাদের বিষয়, কিম্বা ১৬ পদে মণ্ডলীর যে সমস্ত বিশ্বাসীকে একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, তাদের বিষয় এমন কোনও কথা বলা হয়নি যে, তারা ছিল ***"অসুস্থকে সুস্থ করার দানের"*** *(gifts of healing)* অধিকারী।

(২) আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, যাকোব এখানে যে প্রার্থনার কথা বলেছে, তা সেই অসুস্থ ব্যক্তির গৃহেই সাধিত হবার কথা সে বলেছে। এর দ্বারা যদিও মণ্ডলীর মধ্যে অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এখানে যাকোব কোনও ***"আরোগ্যদানের সভার"*** *(healing service)* কথা বলেনি।

(৩) আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, এখানে যাকোব কোনও প্রকার হস্তার্পণের *(laying on of hands)* কথা বলেনি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই ধরণের হস্তার্পণ ভুল;কিন্তু এর থেকে যে উপসংহার আমরা টানতে পারি, তা হল, আরোগ্যদানের পরিচর্যায় হস্তার্পণ কখনও অত্যাবশ্যক বিষয় নয়।

(৪) আরও উপলব্ধি করার বিষয় হল, যাকোব এখানে একাধারে ঔষধের ব্যবহার ও প্রার্থনার কথা বলেছে। হ্যাঁ, আমাদের দুটিরই প্রয়োজন আছে। ডাক্তার ও নার্সরা অবশ্যই আরোগ্যদানের সেবার সঙ্গে যুক্ত, আর তাদের জন্য আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি। এখন, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপায়ের যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনই তাদের আরোগ্যলাভের জন্য আমাদের প্রার্থনা করাও প্রয়োজন।

সতর্কতার কয়েকটি বিশেষ বিষয়

উপরের আলোচনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, মণ্ডলীতে আমরা যখন 'আরোগ্যদানের পরিচর্যার' কথা চিন্তা করি, তখন কয়েকটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

(১) আমরা এমন আশা করতে পারি না যে, আমরা যখন শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করব, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে অসুস্থরা সুস্থ হবে। নতুন নিয়মের সময়েও এ কথা সত্য ছিল। আমরা জানি, প্রেরিত পৌল 'অসুস্থকে সুস্থ করার' পবিত্র আত্মার দান অনুশীলনে সক্ষম ছিল, কিন্তু পৌলও অসুস্থদেরকে সুস্থ করতে পারেনি বা করেনি, যারা তার সান্নিধ্যে এসেছিল। তীমথিয়ের প্রতি পৌল লিখেছে, ***"ত্রফিম অসুস্থ হওয়াতে আমি তাকে মিলীতে রেখে এসেছি"*** (২তীমথিয় ৪:২০)। ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রে পৌল ইপাফ্রদীতের এমন একটি রোগের কথা বলেছে, যেটিকে পৌল বাধা দিতে পারেনি বা বাধা দেয়নি : ***"সে পীড়ায় মৃতকল্প হয়েছিল"*** (ফিলিপীয় ২:২৭)। কেবল তা-ই নয়, পৌল নিজেও তার "মাংসে একটা কাঁটা" (শারীরিক অসুস্থতা) নিয়ে জীবন যাপন করেছে, তা যাতে পৌলকে ছেড়ে যায়, সেই উদ্দেশে পৌল বারংবার ঈশ্বরের কাছে বিনতিও করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর তা থেকে পৌলকে মুক্তি দেননি (২করিন্থীয় ১২:৭-১০)।

তাই, আমরা যখন কারুর শারীরিক সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, আমাদের সেই প্রার্থনা নামঞ্জুর করা ঈশ্বরের ইচ্ছা হতে পারে। কখনও কখনও, পৌলের মাংসে কাঁটার ন্যায়, সেই অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতাকে ব্যবহার করে ঈশ্বর সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও ধনবান করতে চান (রোমীয় ৫:৩;ইব্রীয় ১২:৪-১১)। উদাহরণ হিসাবে আমরা **জনি এরিকসন টাডার** *(Joni Eareckson Tada)* কথা চিন্তা করতে পারি, যে তার বিকলঙ্গতা সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ভালোবাসার পরিচর্যায় ঈশ্বরের দ্বারা বিষ্ময়করভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) যখন কোনও ব্যক্তির অসুস্থতার জন্য প্রার্থনা করার পর দেখা যায় যে, সে সুস্থ হয়নি, তখন আমরা যেন কখনও এমন কথা না বলি, *"তার যথেষ্ট বিশ্বাস না থাকায়, সে সুস্থ হয়নি।"* এই ধরণের কথা খুবই নিষ্ঠুর এবং অন্যের বিচার করার দোষে দুষ্ট; এমন কথার দ্বারা আমরা অন্যের হৃদয়ের বিচার করে থাকি, যা কেবল ঈশ্বর করার অধিকারী। কেবল তা-ই নয়, এই ধরণের বিবৃতি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হতেও পারে। নিশ্চিতরূপে, আমাদের মধ্যে কেউই এমন কথা বলতে পারি না যে, পৌলের মাংস থেকে ঈশ্বর সেই কাঁটাকে দূর করেননি, কারণ পৌলের মধ্যে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল না। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, **খাঁটি বিশ্বাস সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে**, এবং কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে সুস্থ করাটা ঈশ্বরের ইচ্ছা না-ও হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে *Christianity Today [Vol. 30, No. 14 (October 3, 1986)]* পত্রিকায় প্রকাশিত

অধ্যাপক *Carl A. Clark*-এর লেখা একটি চিঠির কথা স্মরণ করতে পারি :

> এই বৎসর আমি আমার সেই দুর্ঘটনার ৬০তম বার্ষিকী পালন (?) করতে চলেছি, যা আমাকে অর্ধাঙ্গ-পঙ্গুতে *(paraplegic)* পরিণত করেছে। তথাপি আমি এতকাল একজন পালক হিসাবে, আমাদের ডিনোমিনেশনের প্রশাসক হিসাবে, এবং ঈশতাত্ত্বিক শিক্ষায়তনের অধ্যাপক হিসাবে প্রভুর সেবা করে এসেছি। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও ক্ষমতা অনুভব করার জন্য আমার সুস্থ হওয়া আবশ্যক ছিল না। আমি এমন কোনও খ্রীস্ট বিশ্বাসীকে জানি না, যে গুরুতর অসুস্থ বা আহত হওয়া সত্ত্বেও প্রার্থনা করে না। তাহলে, *John Wimber [*যে এই পত্রিকার পূর্ববর্তী প্রকাশনে সুস্থ হবার প্রার্থনার জন্য "যথেষ্ট" বিশ্বাসের কথা লিখেছিল*]* কি এমন কথা বলতে চান যে, আমি বা আমার শুভানুধ্যায়ী শত শত বিশ্বাসী, যারা আমার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছিল, তাদের কারুরই "যথেষ্ট" বিশ্বাস ছিল না?

(৩) শেষ এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতার বিষয়টি হল: আমরা যেন কখনও মণ্ডলীর আরাধনা বা সেবাকাজের প্রাথমিক বিষয় হিসাবে শারীরিক আরোগ্যদানকে স্থান না দিই। সর্বদা বাক্য-প্রচার ও প্রার্থনার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে পাপীদের পরিত্রাণ এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাঁর সন্তানদের পরিপক্কতা। নতুন নিয়মের সময় এবং আজকের দিনে পবিত্র আত্মার ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে জীবন-পরিবর্তনকারী ক্ষমতা, তথা নতুনজন্ম ও পবিত্রীকরণের মধ্যে প্রকাশিত। এ হল সেই ক্ষমতা, যা মণ্ডলীর তাড়নাকারী শৌলকে মিশনারী পৌলে পরিবর্তিত করেছিল। অলৌকিক আরোগ্যদানসহ যে কোনও "চিহ্ন ও অদ্ভুৎ লক্ষণকে" কখনও পিতার বাটিতে তাঁর হারানো পুত্রের প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মাণ্ডলিক পরিচর্যা হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য আমরা নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে "ক্ষমতা" *(dynamis)* শব্দটির ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। প্রেরিত ১:৮ পদানুসারে, যখন পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটবে, তখন যীশুর কথা মতো প্রেরিতরা যে ক্ষমতা লাভ করবে, তা হল সাক্ষ্যদানের জন্য ক্ষমতা। আবার, রোমীয় ১:১৬ পদে পৌল আমাদের বলেছে যে, সে সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নয়, কারণ সুসমাচার হল ***"প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি।"*** ১করিন্থীয় ১:১৮ পদে থেকে আমরা শিখি যে, আমরা যারা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমাদের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতা তাঁর বাক্যের মাধ্যমে ও ক্রুশের বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আবার, ১করিন্থীয় ২ অধ্যায়ে পৌল তাঁর প্রচারের সঙ্গে পবিত্র আত্মার ক্ষমতাকে যুক্ত করে বলেছে: ***"আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানুষদের জ্ঞানযুক্ত না হয়ে ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়"*** (১করিন্থীয় ২:৪-৫)।

ইফিষীয় ১:১৯-২০ পদ অনুসারে, পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য এই বলে প্রার্থনা করেছে, যেন তারা জানতে পারে, ***"বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের*** *(dynamis)* ***অনুপম মহত্ব কী। ইহা তাঁর (ঈশ্বরের) শক্তির*** *(kratos)* ***পরাক্রমের*** *(ischys)* ***সেই কার্যসাধনের*** *(energeia)* ***অনুযায়ী, যা তিনি খ্রীস্টে সাধন করেছেন, ফলত তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন . . .।"*** এখানে পৌল ক্ষমতার জন্য ৪টি শব্দকে একসঙ্গে ব্যবহৃত করেছে, যার দ্বারা পৌল দেখাতে চেয়েছে যে, বিশ্বাসীদের প্রতি কেমন বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দত্ত হয়েছে— যে ক্ষমতা এত মহান যে, তা খ্রীস্টকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছে। কিন্তু পৌল এখানে অলৌকিক আরোগ্যদান বা অন্য কোনও দৃষ্টিনন্দনকারী ঘটনার উপর জোর দেয়নি; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য নতুন জীবন যাপনের ক্ষমতার কথা বলেছে, যা তাঁর নামের প্রশংসার্থে সৎকাজের দ্বারা প্রকাশিত হবে (২:১০)।

কলসীয় ১:১১ পদেও ক্ষমতার জন্য ৩টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে কলসীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যাতে প্রভুর উদ্দেশে যোগ্যরূপে জীবন-যাপন করে, তার জন্য পৌল প্রার্থনা করেছে, ***"আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করার জন্য তাঁর প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও।"*** এখানেও বিশ্বাসীদের ক্ষমতা পরিহিত হবার পিছনে যে কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল, সমস্যা ও দুঃখভোগের মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় বৃদ্ধি।

এর আগে আমরা একবার ২করিন্থীয় ১২:৭-১০ পদে উল্লেখিত ***"মাংসে কাঁটার"*** বিষয়ে দেখেছি। এখানে পৌল তার "মাংসে যে কাঁটার" কথা উল্লেখ করেছে, তাকে যদি আমরা কোনও শারীরিক ব্যধি হিসাবে চিন্তা করি; তাহলে, আমরা এই ঘটনাকে সুস্থতার জন্য প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের উত্তর হিসাবে ধরতে পারি। পৌল যদিও তিনবার এই কাঁটাকে দূর করার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করেছিল, কিন্তু সেই প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের উত্তর হল, ***"আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায় (নিখুঁত হয়)"*** (৯ক পদ)। ঈশ্বরের কাছ থেকে এই উত্তর পাবার পর পৌল অসামান্য মন্তব্য করে বলেছে, ***"অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সঙ্গে নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করব, যেন খ্রীস্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে"*** (৯খ পদ)। এখানে "অবস্থিতি করার" জন্য যে গ্রিক শব্দ *(episkenose)* ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাম্বুর *(skene)* জন্য যে শব্দ, তা থেকে এসেছে। তাই, ৯ পদের শেষ অংশের আক্ষরিক অনুবাদ হল: ***"যেন***

খ্রীস্টের শক্তি আমার উপরে তাম্বু স্থাপন করে।" এখানে, পৌল এক অসামান্য ঐশ্বরিক ক্ষমতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যা তার শারীরিক পীড়ার সুস্থতার মধ্য থেকে নয়, কিন্তু সেই পীড়া সহ্য করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। পৌলের এই কথা শুনে আমরা বিস্মিত হই, কারণ যে কাঁটা দূর করতে সে ঈশ্বরের কাছে বিনতি করেছিল, সেই কাঁটাকে ক্রমশ সহ্য করার মাধ্যমেই সে তার উপর খ্রীস্টের ক্ষমতার স্থায়ী অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আর এ বিষয়ে সে এমন শেষকথা বলেছে, ***"যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি বলবান"*** (১০ পদ)। অতএব, আমরা এখানে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে এইভাবে প্রকাশিত হতে দেখছি, শারীরিক ব্যাধির আরোগ্যদানের দ্বারা নয়, কিন্তু এমন ব্যাধিকে স্বীকার করে ঈশ্বরের নামের জন্য জীবন-যাপন করার ক্ষমতা। ঈশ্বরের ক্ষমতার এই দিক যেন কখনও আমাদের দৃষ্টির আড়ালে না যায়।

এর থেকে আমরা কী কী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি?

প্রথমত, মণ্ডলীর বিভিন্ন পরিচর্যার মধ্যে 'আরোগ্যদানও' একটি সাধারণ পরিচর্যা। এখানে 'আরোগ্যদান' বলতে আমরা 'প্রার্থনার উত্তর হিসাবে সুস্থতালাভকে' নির্দেশ করছি। এখন, মণ্ডলী কোথায় এই পরিচর্যা সাধন করবে, অনাথআশ্রমে, হাসপাতালে না মণ্ডলীর আরাধনা-সভায়, তা তুলনামূলকভাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যে বিষয়টিতে বিশেষ জোর দিতে হবে, তা হল, আরোগ্যদানের জন্য খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের প্রার্থনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা শারীরিক সুস্থতার বিষয় কখনও গ্যারান্টি দিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এই পরিচর্যা চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন উপায়কে বাদ দেয় না, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করে। 'বিশ্বাস-আরোগ্যকারীদের' *(faith healers)* কথা মতো, আমরা যদি মণ্ডলীর এই পরিচর্যায় চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন উপায়কে বাদ দিই, তাহলে তা অসুস্থতা থেকে নিস্তার পাবার জন্য ঈশ্বর তাঁর সদয়-তত্ত্বাবধানে যে সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন, তাকে অগ্রাহ্য করা হবে, এবং তা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অবাধ্যতাকেই প্রকাশ করবে।

তৃতীয়ত, খ্রীস্ট বিশ্বাসীরা যে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করবে, তা শারীরিক সুস্থতার থেকে অনেক বড় বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে থাকবে আধ্যাত্মিক ও মানসিক আরোগ্য, দুঃশ্চিন্তার দূরীকরণ, ভেঙ্গে-যাওয়া পারিবারিক সম্পর্কের আরোগ্য, ইত্যাদির ন্যায় অন্যান্য বিষয়। তাই, আমরা যখন অন্য বিশ্বাসীদেরকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলি, তখন আমাদের লক্ষ্য থাকবে, আমরা যেন প্রার্থনার বিভিন্ন বিষয় আনতে উৎসাহিত হই: গভীর অপরাধবোধ থেকে মুক্তি, গোপন দুঃখের আরোগ্য, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা, এবং শারীরিক সুস্থতা। অর্থাৎ, মণ্ডলীর 'আরোগ্যদানের পরিচর্যার' লক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের আরোগ্য। *Roy Lawrence* একে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন : *"খ্রীস্টীয় আরোগ্য যত না রোগ থেকে উপশমের সঙ্গে যুক্ত, তার থেকে অনেক বেশি সম্পূর্ণতার সঙ্গে যুক্ত; ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে সে পূর্বে যতখানি ব্যক্তি ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ব্যক্তি হয়ে ওঠে।" [Roy Lawrence, Christian Healing, pp. 24-25; John Wilkinson, "Healing in the Epistle of James," p. 344]*

(গ) পবিত্র আত্মার ফল

(Fruit of the Holy Spirit)

এর আগে যেমন বলা হয়েছে, আত্মার বিভিন্ন দান *(gifts of the Spirit)* এবং আত্মার ফলের *(fruit of the Spirit)* মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান; যেহেতু আত্মার বিভিন্ন দান কখনও আত্মার ফলকে উপেক্ষা করে অনুশীলন করা উচিত নয়। এখন আমরা আত্মার ফল সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের কী শিক্ষা দেয়, তা দেখব।

গালাতীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল আত্মার ফলকে বর্ণনা করেছে। "যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস দ্বারা যারা ধার্মিকগণিত হয়েছে, তাদের উচিৎ আর দাসত্বের জোয়ালিতে জড়িয়ে না পড়া; কিন্তু তাদের উচিৎ এখন খ্রীস্টীয় স্বাধীনতার অনুশীলন করা"— এই কথা বলার পর পৌল এই অধ্যায়ে যে বিষয়টির প্রতি তার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হল, বিশ্বাসী এই যে নতুন স্বাধীনতা আবিষ্কার করেছে, তার প্রধান বিষয় বা ব্যক্তি হলেন পবিত্র আত্মা। খ্রীস্টবিশ্বাসী এখন যে জীবন যাপন করবে, তা প্রথমত, কয়েকটি বিধানের প্রতি বাধ্যতার জীবন নয় (যদিও খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের বিধান হল এখনও গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক); কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তিতে যাপন করা হয়, এমন জীবন। গালাতীয় ৫:১৬ পদে পৌল বলেছে, ***"তাই আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তা***

হলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করবে না।" এই কথা বলার পর, পৌল মাংস *(sarx)* এবং আত্মার *(pneuma)* বৈপরীত্য তুলে ধরেছে এবং শেষে ১৯-২১ পদে "মাংসের কাজগুলির" *(works of the flesh)* তালিকা দিয়েছে। এরপর, তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য ২২-২৩ পদে আত্মার ফলের *(fruit of the Spirit)* বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : ***"কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন . . .।"*** আত্মার ফলের এই বর্ণনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই :

১) আত্মার ফলের এই বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি সবার আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল, আত্মার ফল হল একটি। যদিও আমরা বেশিরভাগ সময় আত্মার "বিভিন্ন ফল" *(fruits)* — এমন কথা বলতে অনুপ্রাণীত হই, কিন্তু গালাতীয় ৫:২২ পদে ফলের জন্য যে গ্রিক শব্দ *(karpos)* ব্যবহার করা হয়েছে, তা একবচনে আছে। কিন্তু মাংসের কাজের কথা বলতে গিয়ে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে;অর্থাৎ, মাংসের কাজ *(erga)* যদিও অনেক, কিন্তু আত্মার ফল *(karpos)* এক। এর দ্বারা হয়ত পৌল এমন কথা বলতে চেয়েছে যে, মাংসের বশে চলা অসংযমী জীবনে যদিও কোনও একতা *(unity)* বা সংহতি *(integration)* নেই; কিন্তু আত্মার বশে যে জীবন যাপন করা হয়, তাতে সঙ্গতি *(harmony)* এবং ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য *(unified purpose)* বর্তমান।

এখানে আমরা আরও একটি বৈষম্য দেখতে পাই। এর আগে আমরা দেখেছি যে, আত্মার দান বিভিন্ন;কিন্তু আত্মার ফল কেবল একটি। ১করিন্থীয় ১২ বা রোমীয় ১২ অধ্যায়ে আত্মার দানের জন্য যে গ্রিক শব্দ *(charismata)* ব্যবহৃত হয়েছে, তা আছে বহুবচনে এবং এই দুই অধ্যায়ে যে শিক্ষা পরিষ্কারভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, প্রত্যেকেই এই তালিকার সমস্ত দানের অধিকারী নয়। কিন্তু গালাতীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল যে শিক্ষা দিয়েছে, তা হল, প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীর উচিৎ এই তালিকায় উল্লেখিত পূর্ণ ফলের অধিকারী হওয়া। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ, এই নয় যে, আমরা পবিত্র আত্মার দানসমূহকে অবজ্ঞা করছি, না তা ঠিক নয়; পরিবর্তে, আমাদের উচিৎ ***"শ্রেষ্ঠ দান পেতে যত্নবান হওয়া"*** (১করিন্থীয় ১২:৩১)। কিন্তু, যদিও আমরা কেউই আত্মার সমস্ত দানের অধিকারী নই, তথাপি আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ আত্মার ফল প্রকাশ করা। আত্মার বিভিন্ন দানের অধিকারী না হলেও আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি;কিন্তু আত্মার ফল ছাড়া আমরা কেউই পরিত্রাণ পেতে পারি না।

আবার আত্মা ফল একটি হওয়ার কারণে এর আরও একটি বাস্তব অর্থ আছে। আর তা হল, আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধির অর্থ এই নয় যে, আত্মার ফলকে খণ্ড খণ্ড করে, আমরা এখন একটি ফলের অনুশীলন করব এবং পরে অন্য একটি ফলের অনুশীলন করব। অর্থাৎ, আমরা এমন কথা বলতে পারি না: এই সপ্তাহে আমি প্রেমের অনুশীলন করব, পরের সপ্তাহে আমি আনন্দের প্রকাশ রাখব, এবং তা পরের সপ্তাহে আমি শান্তির কাজ করব। আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির অর্থ পবিত্র আত্মার কাছে অভ্যাসগতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা বা বশ্যতাস্বীকার করা *(yielding)*, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়া, প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে পবিত্র আত্মার দ্বারা পথ চলা ও জীবন যাপন করা। আমরা যখন তা করি, তখন আমরা পবিত্র আত্মার ফলের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যে বৃদ্ধি পেয়ে থাকি।

২) পবিত্র আত্মার ফল সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল, ফল হবার কারণে, এর সঙ্গে বৃদ্ধির সম্পর্ক অনিবার্যভাবে যুক্ত। যখন কোনও আম বা জাম গাছে ফল ধরে, তখন সেই ফল আকারে ছোট থাকে;তাকে পূর্ণ আকার ধারণ করতে ও উপযুক্ত স্বাদের অধিকারী হতে কয়েক মাস সময় লাগে। এর ন্যায়, আমরা কখনও কোনও আধ্যাত্মিক শিশুর জীবনে বা নতুন মন-পরিবর্তনকারীর জীবনে আত্মার ফলের পরিপক্ক আকার আশা করতে পারি না; তাদের পরিপক্ক হতে সময়ের প্রয়োজন। তাই, আত্মার ফলের উৎপাদনকে আমরা যেন কখনও কোনও একটি ঘটনার পরিণাম, বা চরম পরিণতি, বা দিনক্ষণ চিহ্নিত করা সম্ভব- এমন অভিজ্ঞতা, বা "দ্বিতীয় আশীর্বাদের" অভিজ্ঞতা হিসাবে চিন্তা না করি। পরিবর্তে, একে যেন আমরা সর্বদা আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসাবে চিন্তা করি। আবার, এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় আমরা যে নিষ্ক্রীয় থাকি, তা নয়; কিন্তু এর সঙ্গে সারা জীবনধরে প্রার্থনা, আস্থা ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধের অনুশীলনের প্রয়োজন।

৩) আত্মার ফলের বিষয় তৃতীয় যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল, এটি হল একটি যৌগিক ফল *(multiple fruit)*। এটি হল একটি ফল, যার বিভিন্ন দিক বর্তমান। এই দিকগুলি হল সংখ্যায় ৯টি — ৯টি খ্রীস্টীয় উৎকর্ষতা *(Christian virtues)* , যেগুলিকে আমরা ৩টি দলে ভাগ করতে পারি : প্রাথমিক স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কিত উৎকর্ষতা, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত উৎকর্ষতা, এবং আমাদের নিজেদের সঙ্গে সম্পর্কিত উৎকর্ষতা।

(১) প্রেম *(love)*: প্রথম যে তিনটি উৎকর্ষতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি আমাদের প্রাথমিক স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত : প্রেম, আনন্দ এবং শান্তি। রোমীয় ১৩:১০ পদে যে প্রেমকে পৌল ***"বিধানের পূর্ণতা"***

বলেছে, তাকে এখানে সবার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এখানে এই প্রেমের কোনও পাত্রের *(object)* নাম উল্লেখ করা হয়নি, সেইহেতু আমরা ঈশ্বর ও মানুষ, উভয়কেই এর পাত্র হিসাবে চিন্তা করতে পারি। ঈশ্বরকে সবার উপরে প্রেম করতে হবে, এবং মানুষকে নিজের মতো প্রেম করতে হবে। এখানে, প্রেমের জন্য যে গ্রিক শব্দ *(agape)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা আত্ম-উৎসর্গকারী প্রেমকে নির্দেশ করা হয়েছে : যে প্রেম এমন প্রশ্ন করে না যে, এতে আমার কী লাভ হবে? কিন্তু যা নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে অন্যদের কাছে উৎসর্গ করতে ইচ্ছা করে। আমরা আরও স্মরণ করতে পারি যে, ১করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়েও পৌল অন্য সমস্ত উৎকর্ষতার উপরে প্রেমকে স্থান দিয়েছে (১করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় হল আত্মার বিভিন্ন দান সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যবর্তী অধ্যায়, ১২-১৪)। এই অধ্যায়ে পৌল উল্লেখ করেছে যে, আত্মার বিভিন্ন দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানেরও প্রয়োজন ফুরায় যদি প্রেম না থাকে।

(২) **আনন্দ** *(joy)*: পৌল যখন আত্মার ফলের দ্বিতীয় উৎকর্ষতা হিসাবে আনন্দের কথা বলেছে, তখন সে খ্রীস্টে অবস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত আনন্দকে নির্দেশ করেছে, যে আনন্দকে বর্ণনা করতে গিয়ে পিতর এমন কথা বলেছে, ***"অনির্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দ"*** (১পিতর ১:৮)। ঈশ্বরে আমাদের এমন আনন্দ সর্বদা বিশ্বাসীদের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতার মধ্যে প্রকাশিত হতে বাধ্য। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা সব সময় কাজ করে থাকে যে, বিষণ্ণ বোধন এবং বেদনাময় স্বরই হল খ্রীস্টীয় ভক্তিপূর্ণ আচরণের সর্বোত্তম চিহ্ন। আমরা যদি সত্যই আত্মাতে পথ চলি ও আমাদের জীবন যাপন করি, তাহলে আমাদের জীবন অবশ্যই সেই খ্রীস্টীয় আনন্দের আলোক বিকিরণ করবে— যে আনন্দ গভীর ও খাঁটি, যাকে কেউ কেঁড়ে নিতে পারে না। আর সেই আনন্দই হবে আমাদের শক্তি (নহিমিয় ৮:১০)।

(৩) **শান্তি** *(peace)* : তৃতীয় উৎকর্ষতা হল শান্তি। অবশ্যই, এর দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে — খ্রীস্টেতে আমরা যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি, আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, আমরা এখন ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে সম্বোধন করতে পারি, এবং এখন আমরা অনন্তজীবনের উত্তরাধিকারী— এই জ্ঞান থেকে এই শান্তি প্রবাহিত হয়। এই শান্তি চিরকালের, যা ***"সমস্ত চিন্তার অতীত"*** (ফিলিপীয় ৪:৭)। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন শান্তি আমাদের সমগ্র জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। যার ফলস্বরূপ আমরা অভিযোগের পরিবর্তে পরিতৃপ্তি, উদ্বেগের পরিবর্তে আস্থা, ক্রমশ দুশ্চিন্তার পরিবর্তে প্রশান্তি উপভোগ করি।

(৪) **দীর্ঘসহিষ্ণুতা (ধৈর্য)** *(patience/longsuffering)* : পরবর্তী যে ৩টি উৎকর্ষতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘসহিষ্ণুতার (বা ধৈর্য) অর্থ সহজে রেগে না যাওয়া; অন্যদের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া; যারা আমাদের বিরুদ্ধে দোষ করে, তাদের সহজে ক্ষমা করা; যারা আমাদের জ্বালাতন করে, তাদের সহ্য করা। অন্যদের দোষ এবং অপরাধ থাকা সত্ত্বেও, তারা যেমনটি তাদেরকে তেমনই গ্রহণ করার ইচ্ছা; যেহেতু আমরা যেমনটি, ঠিক তেমনই ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন।

(৫) **মাধুর্য (দয়া)** *(kindness)* : মাধুর্যের মধ্যে শিষ্টাচার, বন্ধুভাব, এবং অন্যদের অনুভূতির জন্য চিন্তা বর্তমান। এ হল সেই উৎকর্ষতা, যা অনুতপ্ত পাপীকে সাহায্য করতে সর্বদা সাহায্য করার দ্বারা যীশু নিজে আমাদের কাছে প্রদর্শন করেছেন। কঠোরতার বিপরীত হিসাবে, মাধুর্যের অর্থ সদয়তা, অন্যদের সঙ্গে ব্যবহারে সংবেদনশীলতা, লোকদের প্রতি ভালোবাসার ব্যবহার।

(৬) **মঙ্গলভাব** *(goodness)* : পরবর্তী উৎকর্ষতা হল মঙ্গলভাব। একে বর্ণনা করা খুব কঠিন। হিতসাধন বা মঙ্গলকরণ বা বদান্যতা *(beneficence)* হল আরও ভালো অনুবাদ, কারণ এদের মধ্যে সর্বদা অন্যদের প্রতি ভালো করার ইচ্ছা নিহিত। আজকের দিনে, সমাজ সেবার মাধ্যমে এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই, যে 'ধর্মীয় উদ্দীপনা' কেবল "প্রভুতে আমাদের ব্যক্তিগত সুখের" চেষ্টা করে, অন্যদের শারীরিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেয় না, তা প্রতারণার কাজ। তাই, এই একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার সমাধানে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে : দারিদ্র, জাতিভেদ, ড্রাগের নেশা, অপরাধ-জগৎ, ভ্রূণহত্যা, পরিবেশ দূষণ, এবং এই প্রকার অন্যান্য সমস্যা সমাধানে আমাদের অংশ নিতে হবে।

(৭) **বিশ্বস্ততা** *(faithfulness)* : শেষ ৩টি উৎকর্ষতা আমাদের নিজেদের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বস্ততার অর্থ, ঈশ্বর আমাদেরকে যে কাজ দিয়েছেন, তা সৎসংবেদে (বিবেকের সঙ্গে) সাধন করা। এর মধ্যে নির্ভরযোগ্যতাও অন্তর্গত। বিশ্বস্ত ব্যক্তি সর্বদা তার কথা রক্ষা করে, কখনও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

(৮) **মৃদুতা** *(gentleness)* : এ হল ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ ও হিংসার বিপরীত। নম্রতা থেকে তা প্রবাহিত হয়;এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার

বিরুদ্ধ নয়, এমন বিষয়ে অন্যের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত থাকা। মৃদুশীল ব্যক্তি সর্বদা নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে না, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্ত কাজে সে আগ্রহী।

(৯) **ইন্দ্রিয়দমন** *(self-control)* : এর আক্ষরিক অর্থ, "আভ্যন্তরীন ক্ষমতা।" এর দ্বারা নিজেকে শাসন করার দক্ষতা প্রকাশ পায়। এর অর্থ এমন জীবন, যা আমাদের ক্ষুধা, আবেগের তাড়না, বা মেজাজের দ্বারা চালিত হয় না;কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয়ে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা। অন্যান্য উৎকর্ষতার ন্যায় এই উৎকর্ষতাও আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় অধিকার বা রক্ষা করতে পারি না;কিন্তু কেবল পবিত্র আত্মার শক্তিতেই সম্ভব।

উপরে যে ৯টি উৎকর্ষতার কথা বলা হয়েছে, তাদের সমষ্টিই হল আত্মার ফল। আমরা যত বেশি আত্মার বশীভূত জীবন যাপন করব, আমরা তত বেশি কেবল কয়েকটি উৎকর্ষতায় নয়, কিন্তু সমস্ত উৎকর্ষতায় বৃদ্ধি পাব। আত্মার বশীভূত এমন জীবন আত্ম-কেন্দ্রিক জীবনের ঠিক বিপরীত। কারণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হল : ***"তাই আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তা হলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করবে না"*** (গালাতীয় ৫:১৬)।

সংক্ষেপে, আমরা এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের আত্মার দানসমূহ ও ফল, উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যেন কখনও আত্মার ফলকে বাদ দিয়ে দানসমূহের খোঁজ না করি। শিক্ষাদান হল একটি অন্যতম মূল্যবান দান, কিন্তু যাদের শিক্ষার মূলে আছে গর্বান্ধতা, এবং যে শিক্ষা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিরোধ, বিদ্বেষ, কুসন্দেহ, ইত্যাদি তৈরী করে, তাকে কড়া ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে (১তীমথিয় ৬:৩-৫)। শাসন হল এমন দান, যার দ্বারা মণ্ডলী প্রচুর পরিমাণে ধনবান হতে পারে, কিন্তু দিয়ত্রিফির ন্যায় মণ্ডলীর যে সমস্ত নেতা নিজের স্বার্থপর ইচ্ছা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার করে, যোহন তাদেরকে কড়া ভাষায় তিরষ্কার করেছে (৩যোহন ৯-১০)। কিন্তু আত্মার বিভিন্ন দানের অনুশীলন ও আত্মার ফলের প্রকাশ যখন একসঙ্গে ঘটে, তখন তা বিশ্বাসীদের জীবনে মহা আশীর্বাদ নিয়ে আসে।

তাই, আমাদের উচিৎ আত্মার বিভিন্ন দানকে অবহেলা না করা। কিন্তু, সবার উপরে, আমাদের উচিৎ আত্মার ফলের চেষ্টা করা। কারণ আমরা যখন পবিত্র আত্মার বশীভূত জীবন যাপন করি, তখন আমরা আত্মার প্রচুর ফলে ফলবান হই।

(ঘ) পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম

(Baptism with the Spirit)

আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মার কাজের আরও একটি দিক বর্তমান। আর সেই দিকটি দুটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত: পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম এবং পবিত্র আত্মার পূর্ণতা।

প্রথমে আমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম *[সংক্ষেপে একে আবার আত্মা-বাপ্তিস্মও (Spirit-baptism) বলা হয়ে থাকে]* সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা কী, তা দেখব। পেন্টিকোস্টাল ও নিউ পেন্টিকোস্টালরা বলে থাকেন যে, "পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম" হল নতুনজন্ম থেকে পৃথকীকৃত ও নতুনজন্মের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বিশ্বাসীর জীবনে একটি অভিজ্ঞতা। আর তাই, তাদের শিক্ষানুসারে, প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিৎ পবিত্র আত্মার এই বাপ্তিস্মের অন্বেষণ করা। পেন্টিকোস্টালদের কথা মতো, যখন কেউ এই অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন সে তার জীবনের জন্য এবং প্রভুর সেবা কাজের জন্য আত্মার বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে; সেই সঙ্গে *"পবিত্র আত্মার উপচে পড়া পূর্ণতা, ঈশ্বরের প্রতি গভীর সম্ভ্রম, ঈশ্বরের প্রতি ঘনীভূত পবিত্রীকরণ ও তাঁর কাজের প্রতি উৎসর্গীকরণ, এবং খ্রীস্টের জন্য, তাঁর বাক্যের জন্য, ও তাঁর হারানো আত্মাদের জন্য আরও সক্রীয় প্রেম লাভ করে।"* [Article 7 of the "Statement of Fundamental Truths" of the Assemblies of God, in *The Constitution and Bylaws of the Assemblies of God,* p. 107]

কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, পেন্টিকোস্টাল মণ্ডলীর দ্বারা বর্ণিত পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের এই মতবাদের পিছনে কোনও শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই। নতুন নিয়মের কোথাও যদিও "পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্মের" *[baptism with the Spirit]* কথা পাওয়া যায় না, কিন্তু **৭টি** স্থানে পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কে "বাপ্তিস্মের" *[to baptize]* ক্রিয়াপদকে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এদের মধ্যে **৬টি** স্থানে "পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করা" *[to baptize with]* কিম্বা "পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হওয়ার" *[to be baptized with]* কথা নতুন নিয়মে পাওয়া যায়: **চারবার** সুসমাচারে এবং **দুবার** প্রেরিতদের কার্য বিবরণে। *[*পেন্টিকোস্টালরা

যদিও বাপ্তিস্মের কথা বলতে গিয়ে, *baptism "in" the Spirit*-এর কথা বলে থাকে, কিন্তু *KJV* বা *RSV* বা *NIV* অনুবাদের প্রত্যেকটিতে এই সমস্ত স্থানে গ্রিক *preposition 'en'*-এর জন্য *'with'* অনুবাদ করেছে।]

সুসমাচারের যে **৪টি** স্থানে (**মথি ৩:১১; মার্ক ১:৮; লুক ৩:১৬; এবং যোহন ১:৩৩**) "পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করার" *["to baptize with the Holy Spirit"]* কথা বলা হয়েছে, সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক ১:৮ পদে, যোহন বাপ্তাইজকের কথাকে এইভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ***"আমি তোমাদেরকে জলে বাপ্তাইজ করলাম, কিন্তু তিনি (খ্রীস্ট) তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায়/আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন।"*** প্রেরিতদের কার্যবিবরণে, এ বিষয়ে আমরা **প্রেরিত ১:৫** পদে প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই, যেখানে কর্মবাচ্যে এই একই ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে : ***"কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে, বেশি দিন পরে নয়।"*** অতএব, এই ৫টি স্থানের কোথাও "পবিত্র আত্মাতে/আত্মায় বাপ্তিস্ম," এই কথার দ্বারা বিশ্বাসীর জীবনে মন-পরিবর্তনের পর বিশেষ অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করা হয়নি, যে অভিজ্ঞতা বিশ্বাসীর উচিৎ অবশ্যই লাভ করা। পরিবর্তে, এই কথার দ্বারা সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটেছিল: মণ্ডলীর উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ, তাঁর পূর্ণতা— যে ঘটনা, খ্রীস্টের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরায় ঘটা সম্ভব নয়।

প্রেরিতদের কার্য বিবরণের অন্য যে একটি স্থানে আমরা এই কথাকে ("পবিত্র আত্মায়/আত্মাতে বাপ্তিস্ম") দেখতে পাই, তা হল **প্রেরিত ১১:১৬** পদ। কিন্তু এখানে এই কথা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? কয়েক দিন আগে কৈসরিয়াতে কর্ণেলিয়র বাড়ীতে কী ঘটেছিল, তা পিতর এখানে এই পদে জেরুশালেমের বিশ্বাসীদের কাছে বলেছে। কৈসরিয়াতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা অবশ্যই "পবিত্র আত্মায়/আত্মাতে বাপ্তিস্মের" একটি ঘটনা; কিন্তু এটি মন-পরিবর্তনের পরিবর্তী সময়ে মন-পরিবর্তন থেকে পৃথক কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না; তা ছিল মন-পরিবর্তনের সঙ্গে যুগপৎ ঘটনা *(simultaneous with conversion)*। এখন, তাহলে কর্ণেলিয়র যে "পবিত্র আত্মায়/আত্মাতে বাপ্তিস্ম" হয়েছিল, তার অর্থ কী? এর উত্তর আমরা ১৮ পদে পেয়ে থাকি : ***"তবে তো ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদেরও জীবনার্থক মন-পরিবর্তন দান করেছেন।"*** এর অর্থ পরিত্রাণের জন্য তাদের উপর পবিত্র আত্মা প্রদান, যারা এই প্রদানের পূর্বে খ্রীস্টবিশ্বাসী ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, এটা ছিল পবিত্র আত্মার সার্বভৌম কাজ, যার দ্বারা কর্ণেলিয় ও তার পরিবারের সকলে খ্রীস্টের সঙ্গে এক হয়েছিল, এবং তার ফলস্বরূপ খ্রীস্টের দেহের সদস্য হয়েছিল।

নতুন নিয়মের অন্য যে একটি স্থানে আত্মা-বাপ্তিস্মের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল **১করিন্থীয় ১২:১৩** পদ। এর ঠিক আগের পদে পৌল আমাদের বলেছে যে, খ্রীস্টেতে সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী এক : ***"কারণ যেমন দেহ এক, আর তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ অনেক হলেও, এক দেহ হয়"*** (১করিন্থীয় ১২:১২)। এখন ১২ পদের এই বিবৃতির কারণ ১৩ পদে দেওয়া হয়েছে : ***"ফলতঃ আমরা কি ইহুদি কি গ্রিক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হবার জন্য একই আত্মায়/আত্মাতে*** *(with one Spirit)* ***বাপ্তাইজিত হয়েছি, এবং সকলকেই পান করার জন্য একই আত্মা দেওয়া হয়েছিল।"*** *NIV* অনুবাদে, এই পদের প্রথমাংশে *"we were all baptized by the Spirit"* বলা হয়েছে, যার অর্থ, বাংলা অনুবাদ ***"একই আত্মার দ্বারা"*** হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু *NIV* অনুবাদের ফুটনোটে *'by'*-এর পরিবর্তে *'with'*-ও ব্যবহার করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে, আমরা *'by'*-এর পরিবর্তে *'with'*-ও ব্যবহার করেছি।

এখানে, *'by'*-এর পরিবর্তে *'with'*-ও ব্যবহার করার ২টি কারণ বর্তমান। **(১) পরিভাষার সাদৃশ্য** *(Similarity in terminology)* : এর আগে, অন্য যে ৬টি স্থানে আমরা **আত্মা-বপ্তিস্মকে** দেখেছি, তাদের প্রত্যেকটিতে গ্রিক *preposition 'en'*-এর অনুবাদ *'with'* করা হয়েছে। আবার ১করিন্থীয় ১২:১৩ পদেও, *"one Spirit"*-এর আগে গ্রিক *preposition "en"* বর্তমান। তাই, এখানেও *"with"* ব্যবহার করাই শ্রেয়। **(২) চিন্তার সাদৃশ্য** *(Similarity in thought)* : নতুন নিয়মে উল্লেখিত সমস্ত ধরণের বাপ্তিস্মে আমরা ৪টি অংশ দেখতে পাই — (ক) বাপ্তিস্মদাতা, (খ) বাপ্তিস্মগ্রহিতা, (গ) বাপ্তিস্ম দানের উপকরণ, যার দ্বারা বা যাতে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, এবং (ঘ) বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য/কারণ, যার জন্য বাপ্তিস্ম সম্পাদিত হয়। *[*John R. W. Stott, *Baptism and Fullness,* p. 40*]*

এখন, যোহন বাপ্তাইজকের বাপ্তিস্মে (মথি ৩:১১ পদানুসারে), বাপ্তিস্মদাতা হল ***যোহন বাপ্তাইজক***; বাপ্তিস্মগ্রহিতা হল ***যোহনের শিষ্যরা***; বাপ্তিস্মের উপকরণ হল ***জল***; এবং বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য হল ***"মনপরিবর্তন।"*** অন্যদিকে, পবিত্র আত্মায়/আত্মাতে বাপ্তিস্মের ক্ষেত্রে, যে বিষয়ে মথি ৩:১১ পদে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, বাপ্তিস্মদাতা হলেন ***খ্রীস্ট***; বাপ্তিস্মগ্রহিতা হল ***খ্রীস্টের শিষ্যরা***; বাপ্তিস্মের উপকরণ হল ***পবিত্র আত্মা***; এবং বপ্তিস্মের উদ্দেশ্যর কথা এই পদে ***উল্লেখ করা হয়নি***। কিন্তু ১করিন্থীয়

১২:১৩ পদে, ***সমস্ত বিশ্বাসীকে*** বাপ্তিস্মের গ্রহিতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে; ***পবিত্র আত্মা*** হলেন বাপ্তিস্মের উপকরণ; এবং বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য হল ***যেন তারা এক দেহ হয়***। এখানে অবশ্য বাপ্তিস্মদাতার নাম ***উল্লেখ করা হয়নি***, কিন্তু নতুন নিয়মের অন্যান্য স্থানে "পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের" বিষয় বলতে গিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তার থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখানেও বাপ্তিস্মদাতা হলেন স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট। *[এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, পেন্টিকোস্টাল ঈশতত্ত্ববিদরা সাধারণত যে পার্থক্যের কথা বলে থাকেন— সুসমাচার ও প্রেরিতপুস্তকে baptism in/with the Spirit বলা হয়েছে, কিন্তু ১করিন্থীয় ১২:১৩ পদে 'baptism by the Spirit' বলা হয়েছে — তার তেমন কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যামূলক ভিত্তি (compelling exegetical foundation) নেই। এখানে উল্লেখিত সমস্ত শাস্ত্রাংশেই খ্রীস্টই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত করে থাকেন।]*

তাহলে, ১করিন্থীয় ১২:১৩ পদে পৌল কি পেন্টিকোস্টালদের শিক্ষার সঙ্গে সহমত পোষন করে বলেছে যে, আত্মা-বাপ্তিস্ম হল নতুনজন্মের থেকে পৃথক ও নতুনজন্মের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বিশ্বাসীর জীবনে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা? না, তা কখনও সম্ভব নয়। খ্রীস্টের দেহ যে এক, তা প্রমাণ করার জন্য পৌল দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে বলেছে: ***"আমরা . . . সকলেই এক দেহ হবার জন্য একই আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছি।"*** এ কথার অর্থ দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট: ***সমস্ত*** *খ্রীস্টবিশ্বাসীই আত্মায় বাপ্তাইজিত*। এখানে আত্মায় বাপ্তাইজিত হওয়াকে নতুনজন্মের সঙ্গে অভিন্ন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে — ঈশ্বরের সেই সার্বভৌম কাজের দ্বারা আমরা খ্রীস্টের সঙ্গে এক হয়েছি এবং তাঁর দেহে সংযুক্ত হয়েছি। তাই, আত্মায় বাপ্তিস্মকে নতুনজন্মোত্তর অভিজ্ঞতা হিসাবে অন্বেষণ করার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই (অর্থাৎ, নতুনজন্ম লাভের পর পবিত্র আত্মায় এই বাপ্তিস্মের জন্য আমাদের অন্বেষণের কোনও প্রয়োজন নেই)। প্রথম শতাব্দীর করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের তথা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাসী আমাদের পৌল একই কথা বলছে: যদি আমরা খ্রীস্টে থেকে থাকি, আমরা ইতিমধ্যেই পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছি।

(৬) পবিত্র আত্মার পূর্ণতা

(Fullness of the Holy Spirit)

একথা যদিও সত্য যে, সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা সর্বদা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার বশে চলে, কিম্বা তারা সর্বদা পবিত্র আত্মার পূর্ণতা ভোগ করে। রোমীয় ৮:৯ পদে, পৌল বিশ্বাসীদের এমন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছে, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা বসবাস করে; তথাপি সেই একই অধ্যায়ে পৌল তার সেই সমস্ত পাঠককে বলেছে— (যাদেরকে আমরা বিশ্বাসী হিসাবে ধরতে পারি)— তারা যেন আত্মার দ্বারা অবশ্যই দেহের ক্রিয়া সকল মৃত্যুসাৎ করে (রোমীয় ৮:১৩)। যদিও ১করিন্থীয় ১২:১৩ পদে, পৌল দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গ সহ সমস্ত খ্রীস্ট বিশ্বাসীই পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছে; তথাপি, ১করিন্থীয় ৩:১ এবং ৩ পদে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল এই একই করিন্থীয়দের "মাংসিক" বা "জাগতিক" *('worldly' or 'carnal')* বলেছে, যেহেতু পৌল তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঈর্ষা এবং দলভেদ দেখেছে।

এখন এটা ঘটনা এবং আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা দৃঢ় প্রতিপন্ন যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের নতুনজন্মের সময় পবিত্র আত্মা লাভ করলেও, তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে (অপরিহায্য ভাবে) সর্বদা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ থাকে না। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্যুত হতে পারে, পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিতে পারে, তারা নিজেরা গর্বমনা, ঝগরাটে, ভালোবাসাহীন, বা অসংযত হতে পারে। আমাদের অনেকের জন্য একথা সত্য হতে পারে যে, আমরা পূর্ণ অর্থে আত্মাকে পেয়েছি কিন্তু আত্মা পূর্ণ অর্থে আমাদেরকে পাননি। তাই, বিশ্বাসীদের উচিৎ, নতুনজন্ম বা মন-পরিবর্তনের পর *"আত্মায়/আত্মাতে বাপ্তিস্মের"* চেষ্টা করার পরিবর্তে পবিত্র আত্মায় আরও অধিক পরিমাণে পূর্ণ হতে চেষ্টা করা।

এখন, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে নতুন নিয়ম কী শিক্ষা দেয়? *"আত্মায় পূর্ণ হওয়ার" (to be filled with the Spirit)* কথাটি *(expression)* নতুন নিয়মে তিনটি ভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়েছে:

১) কখনও কখনও *"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া"* হল একটি **ক্ষণিকের অভিজ্ঞতা** *(momentary experience)*, যা কোনও বিশ্বাসীকে কোনও একটি বিশেষ কাজ করতে যোগ্য করে। প্রাথমিক গ্রিক পাণ্ডুলিপিতে এই সমস্ত স্থানে "পূর্ণ করার" *("to fill")* ক্রিয়াপদের জন্য *aorist tense* ব্যবহার করা হয়েছে— গ্রিকভাষায় যে কাল ক্ষণিকের কাজকে বর্ণনা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ৪:৮ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন পিতর আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে*** *(plestheis, from pimplemi)*

তাদেরকে বলল . . . ।" এবং এরপর যে বিষয় আমরা দেখতে পাই, তা হল, সেই জন্মখঞ্জকে সুস্থ করার বিষয় পিতর ইহুদি নেতাদের কাছে বক্তব্য রেখেছে। এর থেকে একথা খুবই স্পষ্ট যে, এখানে যে *"পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার"* কথা বলা হয়েছে, তা হল পিতরের উপর নির্দিষ্টভাবে পবিত্র আত্মার ক্ষমতা প্রদান, যেন তা সেই খ্রীস্টের বিষয় সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পিতরকে সক্ষম করে, যাঁর নামে সেই জন্মখঞ্জ সুস্থ হয়েছে। নতুন নিয়মের অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে *"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়াকে"* এই ধরণের ক্ষণিকের অভিজ্ঞতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি হল, প্রেরিত ৪:৩১ এবং ১৩:৯।

২) কখনও কখনও এক **বিশেষ ধরণের ব্যক্তিদের বর্ণনা** করতে গিয়ে ***"আত্মায় পূর্ণ"*** *("full of the Spirit")* বা ***"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ"*** *("full of the Holy Spirit")* (এই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের পরিবর্তে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে), এমন কথাকে *(expression)* ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যীশুর বিষয় বলা হয়েছে, তিনি যখন যর্দন থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি ***"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ"*** *("pleres pneumatos hagiou")* ছিলেন (লুক ৪:১)। এই ধরণের কথা সেই ৭জন পরিচারকের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল, যাদেরকে দৈনিক খাদ্য-বন্টনের জন্য ১২ প্রেরিত নিযুক্ত করেছিল (প্রেরিত ৬:৩)। আবার, বিশেষ করে স্তিফানের জন্য (প্রেরিত ৬:৫; ৭:৫৫), এবং বার্ণবার জন্য (প্রেরিত ১১:২৪) এই কথা ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্রাংশে, *"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার"* অর্থ কেবল বিশেষ উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের জন্য পবিত্র আত্মার ক্ষমতা প্রদান নয়, কিন্তু একজন বিশ্বাসীর জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য *(permanent characteristic)*।

৩) নতুন নিয়মের **দুটি স্থানে** *"পূর্ণ হওয়ার" ("filling")* জন্য এর আগে যে ক্রিয়াপদের কথা বলা হয়েছে, তার থেকে পৃথক অন্য একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সেই দুটি স্থানে ক্রিয়াপদের কালের দ্বারা *ক্ষণিকের পূর্ণতার* পরিবর্তে *ক্রমশ বা ধারাবাহিক পূর্ণতাকে* নির্দেশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম ব্যবহারটি আমরা পাই **প্রেরিত ১৩:৫২** পদে। এই পদে বলা হয়েছে, ***"আর শিষ্যরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকল"*** *(Gk. "eplerounto," from pleroo)।"* এখানে এই গ্রিক ক্রিয়াপদের 'পুরাঘটিত কাল' *(imperfect tense)* ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ, আত্মায় ক্রমশ পরিপূর্ণ হতে থাকল। দ্বিতীয় ব্যবহারটি আমরা পাই **ইফিষীয় ৫:১৮** পদে। নতুন নিয়মের সমস্ত পত্রের মধ্যে কেবল এখানে এই কথা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে পৌল লিখেছে : ***"দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও*** *(plerousthe en pneumati)।"* এখানে, একই ক্রিয়াপদের বর্তমান কাল ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আমাদের উচিৎ ক্রমাগত আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া *(we must be continually filled with the Spirit)*।

উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হল, আমরা একথা বলতে পারি যে, *"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার"* বিষয় নতুন নিয়মের শিক্ষা নিম্নলিখিত তিন ধরণের অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে : (১) একজন বিশ্বাসী কোনও নির্দিষ্ট কাজ করতে যোগ্য হবার জন্য কখনও কখনও নির্দিষ্টভাবে *পবিত্র আত্মায় পূর্ণতা* যাচ্ঞা করতে পারে। (২) আমাদের আচরণের লক্ষ্য এই হওয়া উচিৎ যে, যারা আমাদের জীবন দেখে, তারা নির্দ্বিধায় আমাদেরকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করতে পারে। (৩) আমাদের সকলের উচিৎ আমরা যেন ক্রমাগত ও বর্ধিষ্ণু *(continually and growingly)* পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হই।

এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য আমরা ইফিষীয় ৫:১৮ পদকে আরও কাছ থেকে দেখব। ইফিষীয় ৫:১৮-২১ পদে পৌল লিখেছে :

> ***১৮দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; ১৯গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সংকীর্তনে পরস্পর আলাপ করো; নিজের নিজের অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য করো; ২০সর্বদা সর্ববিষয়ের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করো; ২১খ্রীস্টের ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।***

এখানে, *পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার* বাহ্যিক সাক্ষ্য কী, তা পৌল বর্ণনা করেছে। পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার বাহ্যিক সাক্ষ্য কোনও মাত্রাতিরিক্ত আবেগ বা দৃষ্টিনন্দনকারী ঘটনা নয় (লক্ষ্য করার বিষয় হল, এখানে পরভাষায় কথা বলা বা অসুস্থকে সুস্থ করার দানের বিষয় কোনও কথা বলা হয়নি); পরিবর্তে, নিম্নলিখিত আচরণের কথা বলা হয়েছে : (১) সমবেতভাবে ঈশ্বর আরাধনা এবং তার দ্বারা একে অন্যকে গেঁথে তোলা; (২) প্রভুর উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ে গান করা— যা হল আনন্দপূর্ণ আভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ; (৩) সর্বদা সর্ববিষয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদজ্ঞাপন; এবং (৪) খ্রীস্টের প্রতি সম্ভ্রমের কারণে সহবিশ্বাসীর বশীভূত হওয়া।

ইফিষীয় ৫:১৮-২১ পদ অনুসারে, **জন্ স্টট্** *(John R. W. Stott) পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার* বাহ্যিক সাক্ষ্যকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

> পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার সম্পূর্ণ পরিণাম আমাদের কাছে মেলে ধরা হয়েছে। প্রধান যে দুটি ক্ষেত্রে এই পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে

থাকে, তারা হল আরাধনা ও সহভাগিতা। আমরা যদি আত্মায় পূর্ণ হয়ে থাকি, তাহলে আমরা খ্রীস্টের প্রশংসা করব এবং আমাদের পিতাকে ধন্যবাদ জানাব, এবং একে অন্যের কাছে কথা বলব ও বশীভূত হব। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বর ও মানুষ, উভয়ের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে নিয়ে আসে। তাই, আমরা যখন *পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার* প্রাথমিক বাহ্যিক সাক্ষ্য খুঁজব, তখন তা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে নয়, কিন্তু এই সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণাবলি ও কাজের মধ্যে খুঁজব। *[John R. W. Stott, "Baptism and Fullness," pp. 59-60]*

১৮ পদে, আমাদেরকে একটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে : ***"দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাতে নষ্টামি আছে।"*** এখানে কয়েকটি বিষয়ের তুলনা করা হয়েছে। ***"দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না"*** — এই কথার দ্বারা যে বিষয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হল, ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্যবহৃত জীবনের সঙ্গে ক্ষতিকর আমোদপ্রমোদে লিপ্ত জীবনের তুলনা। এই অভিব্যক্তি আরও যে বিষয়ের ইঙ্গিত করে, তা হল, পবিত্র আত্মার দ্বারা দত্ত উন্নত মানের আনন্দের সঙ্গে দ্রাক্ষারসের বিষক্রিয়ার হানিকর আনন্দের তুলনা। এই কথার দ্বারা পৌল মদ্যপানের মাধ্যমে *পলায়নবাদের বোকামিকে (folly of escapism)* পবিত্র আত্মার শক্তিতে সততার সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখী হয়ে সেই সমস্যার সমাধান করার কাজকে তুলনা করেছে। পলায়নবাদ হল, সমস্যা থেকে পালাবার ইচ্ছা (এখন, পৌল যদি এই পত্র এই একবিংশ শতাব্দীতে লিখত, তাহলে, নিঃসন্দেহে পৌল ড্রাগের নেশার বিষয় কিছু বলত)।

১৮ পদের ইতিবাচক বিষয়টি হল : ***"আত্মায় পরিপূর্ণ হও।"*** এই আদেশের মধ্যে আমরা ৪টি বিষয় দেখতে পাই:

(১) এখানে ক্রিয়াপদটি *(**"পরিপূর্ণ হও,"** "plerousthe") imperative mood*-এ আছে। এর অর্থ, এর দ্বারা কেবল একটি ইঙ্গিত নয় বা সাহায্যকারী পরামর্শ নয়, কিন্তু একটি আদেশ দেওয়া হয়েছে— যে আদেশ তাঁর একজন প্রেরিতের মাধ্যমে স্বয়ং খ্রীস্টের কাছে থেকে আমাদের কাছে এসেছে। তাই, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়াটা বিভিন্ন পছন্দের মধ্যে একটি নয়, বা কেবল আগ্রহের বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনের অত্যাবশ্যক দিক। এ হল এমন আদেশ, যা প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীকে পালন করতে হবে।

(২) এখানে ক্রিয়াপদটি *(**"পরিপূর্ণ হও,"** "plerousthe")* বহুবচনে আছে। তাই, এর আক্ষরিক অনুবাদ এমন হওয়া উচিৎ— ***"তোমাদের সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।"*** অর্থাৎ, এটা এমন কোনও বিশেষ অধিকার নয়, যা কেবল কয়েকজন বিশ্বাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ;এটা এমন কোনও অভিজ্ঞতা নয়, যা কেবল ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ খ্রীস্টবিশ্বাসীরা উপভোগ করতে পারে;কিম্বা এটা এমন কোনও চিন্তা নয়, যা লাভ করা অসম্ভব। সমস্ত বিশ্বাসীকেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে হবে।

(৩) এখানে ক্রিয়াপদটি *(**"পরিপূর্ণ হও,"** "plerousthe")* বর্তমান কালে আছে। গ্রিক ভাষায় যেহেতু বর্তমান কাল সর্বদা ক্রমশ ঘটে চলেছে, এমন কাজকে বর্ণনা করে, সেইহেতু, এই কথাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি, *"পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া চালিয়ে যাও" ("keep on being filled with the Spirit") কিম্বা "ক্রমাগতভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও" ("be continually filled with Spirit")*।

এই পত্র যাদের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল, ১ অধ্যায়ে তাদের বিষয় বলা হয়েছিল যে, তারা পবিত্র আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে (**১:১৩;** এবং **৪:৩০**)। গ্রিক নতুন নিয়মের এই দুই পদেই "মুদ্রাঙ্কিত হবার" জন্য যে গ্রিক ক্রিয়াপদ *(esphragisthete)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার জন্য *aorist tense* ব্যবহার করা হয়েছে। এখন, গ্রিক ভাষায় *aorist tense* সর্বদা ক্ষণিকের বা তাৎক্ষণিক কাজকে নির্দেশ করে থাকে। এখন, যদি আমরা **ইফিষীয় ১:১৩ ও ৪:৩০** পদকে **ইফিষীয় ৫:১৮** পদের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে, আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রত্যেক বিশ্বাসী যদিও পবিত্র আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে, তথাপি প্রত্যেক বিশ্বাসী আত্মায় পূর্ণ থাকে না। অর্থাৎ, আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত বিশ্বাসীদের (এবং আত্মায় বাপ্তাইজিত বিশ্বাসীরা) ক্রমাগতভাবে আত্মায় পূর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আবার এই ক্রিয়াপদের *present imperative* আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কেউ কখনও *চিরকালের জন্য একবার (once and for all)* এই পূর্ণতা লাভ করার দাবি করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, *ক্রমাগত পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া* হল সারা জীবনের কাজ এবং প্রতিটি নতুন দিনের কাজ। ধারাবাহিক প্রার্থনা, ক্রমাগত আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা, এবং সর্বদা জেগে থাকা ছাড়া আমরা ক্রমাগত আত্মায় পূর্ণ হতে পারি না। তাই, আত্মায় পূর্ণ হওয়াকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে *M.B.B.S.* ডিগ্রি লাভের সঙ্গে তুলনা করা যায় না— যে অভিজ্ঞতা একজন ডাক্তার তার জীবনে কেবল একবারই লাভ করতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে, একে আমরা *M.B.B.S.* ডিগ্রি লাভ করার পর, ক্রমশ চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নের দ্বারা

চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একে জন্ম লাভের সঙ্গে নয়, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব।

(৪) এখানে ক্রিয়াপদটি *(**"পরিপূর্ণ হও,"** "plerousthe") passive voice*-এ আছে। এর দ্বারা যে চিন্তাটি ফুটে উঠেছে, তা হল: *আত্মা আমাদেরকে পূর্ণ করুন*। কিন্তু কীভাবে? এখন, পবিত্র আত্মা যেহেতু একজন ব্যক্তি, যে একটি মাত্র উপায়ে আমরা ক্রমাগত তাঁর দ্বারা পূর্ণ হতে পারি, তা হল, ক্রমাগত তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করা *(to yield ourselves fully to him)*। ঈশ্বরের কাছে পূর্ণমাত্রায় নিজেদেরকে সমর্পণ করার পথে যে সমস্ত বাধা আছে, আমাদের উচিৎ সেগুলি দূর করা;আত্মার স্বর শুনতে এবং আত্মার পরিচালনা অনুসরণ করতে আমাদের উচিৎ সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

নতুন নিয়মের কয়েকটি অংশ আমাদের কাছে *আত্মায় পূর্ণ হওয়াকে* আত্মার দ্বারা জীবন যাপন ও পথ চলা হিসাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে (রোমীয় ৮:৪;গালাতীয় ৫:১৬, ২৫)। কিন্তু আত্মার দ্বারা জীবন যাপন বা পথ চলার অর্থ কী? আমরা দুটি বিষয়কে নির্দেশ করতে পারি : **(অ) আত্মার পরিচালনার দ্বারা জীবন যাপন করা,** এবং **(আ) আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করা**।

(অ) আত্মার পরিচালনার দ্বারা জীবন যাপন করার অর্থ, আত্মার উত্তরের অপেক্ষা করা— আমরা কী করব বা কোথায় যাব? এর জন্য প্রয়োজন দৈনিক বাইবেল অধ্যয়ন, যেহেতু আত্মা কখনও বাক্যকে বাদ দিয়ে আমাদের পরিচালনা দান করেন না। আমরা যত বেশি শাস্ত্র জানব, আমরা তত বেশি আত্মার দ্বারা কীভাবে জীবন যাপন করতে হয়, তা জানব। নেতিবাচক অর্থে, আত্মার পরিচালনার দ্বারা জীবন যাপন করার অর্থ, মাংসিক স্বরের উচ্চ কলরবকে শান্ত করা;মাংসিক তাড়াহুড়োকে দমন করা;সমস্ত আবেগের প্রতিরোধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ঈশ্বরের বলে প্রমাণিত হয়। ইতিবাচক অর্থে, এর অর্থ, তাঁর দ্বারা পরিচালিত হওয়া, তিনি যেমন তাঁর বাক্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তেমন তাঁর কথা শোনা, এবং ক্রমশ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা।

(আ) আত্মার শক্তির দ্বারা জীবন যাপন করার অর্থ, প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জন্য তাঁর উপর নির্ভর করা। এর অর্থ, আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য আত্মা আমাদের যথেষ্ট শক্তি দিতে পারেন বলে *বিশ্বাস করা (believing)*;যখনই সেই প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনই প্রার্থনায় সেই ক্ষমতা *যাচ্ঞা করা (asking)*;এবং আমাদের দৈনিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসে সেই ক্ষমতা *ব্যবহার করা (asking)*। একমাত্র যে উপায়ে আমরা আত্মার শক্তির দ্বারা জীবন যাপন করতে পারি, তা হল, তাঁর সঙ্গে সর্বদা অবিরত সংযোগ বা যোগাযোগ *(to keep in constant touch with him)*। ব্যাটারী-চালিত রেডিও এবং বিদ্যুৎ-চালিত রেডিওর মধ্যে পার্থক্য হল, দ্বিতীয় প্রকারের রেডিওকে যদি চলতে হয়, তবে তাকে সর্বদা বৈদ্যুতিক উৎসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ব্যাটারী-পদ্ধতিতে নয়, কিন্তু বৈদ্যুতিক-পদ্ধতিতে শক্তি দিয়ে থাকেন: **তাঁকে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন।**